বিজ্ঞাপন

সামুদ্রিক শাস্ত্রান্তর্গত চরিত্রানুমান-বিদ্যা-প্রকরণের চর্চ্চা ও উন্নতি হইলে দেশীয় লোকের অনেক উপকার হইতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে বরাহমিহির সংহিতা ও অন্যান্য বৃহৎ সামুদ্রিক অবলম্বনপূর্ব্বক আমি এই ক্ষুদ্র "চরিত্রানুমান-বিদ্যা" গ্রন্থখানি সঙ্কলন করিলাম, শীঘ্রই ইহার দ্বিতীয়খণ্ড সঙ্কলিত হইবে।

এরূপ গ্রন্থের প্রতি লোকের কত দূর আস্থা আছে তাহা আমি জানি না, তথাপি আমি অলক্ষ্য উৎসাহের উপর নির্ভর করিয়া এই পুস্তক সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিলাম। সঙ্কলিত বাক্যরাশির প্রকৃত তাৎপর্য্য সুব্যক্ত করিতে পারিয়াছি, কিংবা ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইয়াছি, এরূপ নির্ভয় বাক্য উচ্চারণ করিতে পারি না। ফল, আমার ইচ্ছা এই যে, এই শাস্ত্র এ দেশে পুনরধ্যাপিত হউক। চর্চ্চা ও অনুসন্ধান আরম্ভ হইলে অবশ্যই ইহার সুসূক্ষ্ম তাৎপর্য্য আবিষ্কৃত হইবে ও ক্রমবৃদ্ধি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আশাকরি, এই ক্ষুদ্রবীজ হইতে এই বিদ্যার শাখাপ্রশাখান্বিত একটী বিপুল বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।

উন্মান-মান-গতি-সংহতি-সার-বর্ণ-

স্নেহ-স্বর-প্রকৃতি-সত্ত্ব-মনূকমাদৌ ॥

ক্ষেত্রং মৃজাঞ্চ বিধিবৎ কুশলোঽবলোক্য

সামুদ্রবিৎ বদতি যাতমনাগতঞ্চ ।

[বরাহমিহির ।

চরিত্রানুমান-বিদ্যা।

প্রথম অংশ।

যে বিদ্যা শিখিলে পর-চরিত্র অনুমান করা যায় তাহার নাম "চরিত্রানুমান-বিদ্যা।" এ বিদ্যার প্রাচীন নাম "সামুদ্র-বিদ্যা" ও "সামুদ্রিক-জ্যোতিষ।" প্রবাদ আছে যে, এই বিদ্যা সমুদ্র হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাই ইহার নাম "সামুদ্রিক।" বস্তুতঃ "সামুদ্র" শব্দের অন্য এক প্রকার ভাল অর্থ আছে। মুদ্রা অর্থাৎ প্রত্যায়ক চিহ্ন। স = সদৃশ। বাহ্যলক্ষণ বা বাহিরের ভাবভঙ্গী অন্তরের সদৃশ, এই অর্থ বা এই তাৎপর্য্য যে গ্রন্থে বা যে বিদ্যায় প্রতিপাদিত হইয়াছে সেই গ্রন্থের বা সেই বিদ্যার নাম "সামুদ্রিক।" গায়কেরা ও পাঠকেরা গানকালে ও পাঠকালে হস্তপদাদি কম্পন করিলে ও মুখভঙ্গী বিস্তার করিলে লোকে বলে, এ ব্যক্তির বড় মুদ্রা-দোষ। সুতরাং মুদ্রাশব্দের "বাহ্য আকার কিংবা দৈহিক ভঙ্গী" এরূপ অর্থ করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। যাহাই হউক, পুরাকালের তাদৃশ সামুদ্র-বিদ্যাকে আজ-

আমরা "চরিত্রানুমান-বিদ্যা" আখ্যা প্রদান করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম।

পূর্ব্বে এই বিদ্যার অনেক শাখা প্রশাখা ছিল। কর চরণাদির রেখা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সন্নিবেশ-বিশেষ দেখিয়া লোকের ভাগ্যনির্ণয় করা উক্ত বিদ্যার অন্যতম শাখা। এই শাখাটী এখন দৈবজ্ঞ বা গণকদিগের প্রতারণার প্রধান উপকরণ হইয়া অতি বীভৎস অবস্থায় বর্ত্তমান আছে।

আর এক শাখা ছিল, তাহার দ্বারা কেবল দৈহিক গঠন ও স্বাভাবিক কার্য্যাদি দেখিয়া লোকের আয়ুর বা জীবিতকালের সংখ্যা ও তাহাদের প্রকৃতি অনুমান করা হইত। এরূপ দেহ হইলে এত পরিমাণ আয়ু হয়, অমুক অঙ্গ অমুকপ্রকার হইলে অমুক রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে, এরূপ বর্ণ, এরূপ স্বর, এরূপ চাল্ চল্‌তি, এরূপ স্বভাব হইলে তাহার প্রকৃতি অমুক প্রকার হয়,—এমন নাক, এমন চোক, এমন চাউনি হইলে তাহার মনোবৃত্তি এই রূপ প্রকার হয়,—ইত্যাদি বহু প্রকার সামুদ্রানুমান এই বিদ্যার অন্তর্গত। পূর্ব্বকালের বৈদ্যেরাই এই শ্রেষ্ঠতম শাখা লইয়া জনসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতেন।

সামুদ্র-বিদ্যার এইরূপ অনেক শাখা ও প্রশাখা ছিল, পরন্তু সে সমস্তই এক্ষণে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিদ্যার পুস্তকও এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে। যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতেই প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত অংশ সকল সঙ্কলন পূর্ব্বক অনুবাদ করিলাম।

এ দেশে যখন জ্ঞান-চর্চ্চার স্রোত অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবাহিত হইতে ছিল, তখনকার একটি শাস্ত্রবাক্য আছে। কি? তাহা শুনুন।

"ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, সর্প-বেদ-জন-বিদ্যা —" [ছান্দোগ্য শ্রুতি]

এতদ্বাক্যস্থ -"জন-বিদ্যা" উল্লিখিত সামুদ্রিক-বিদ্যার নামান্তর মাত্র। মনুষ্যদিগের অবয়ব-সংস্থান বা গঠনভঙ্গী অথবা বাহ্যচিহ্ন উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের ভাবী শুভাশুভ ও মানসিক প্রবৃত্তি অনুমান করানই এই জন-বিদ্যার উদ্দেশ্য। সুতরাং জন-বিদ্যা আর সামুদ্র-বিদ্যা একই বস্তু। অপিচ, দ্বৈপায়ন-জাতির Physiognomy, আর ভারতীয় জাতির সামুদ্র-বিদ্যা প্রায় সমধর্ম্মাক্রান্ত বা তুল্যার্থ প্রতিপাদক বলিয়া অনুমিত হয়। যাহাই হউক, এই বিদ্যার মূল সূত্র এইরূপ ;—

"ফলকীটবদপবরকনিহিতদীপবচ্চ বাহৈরেব লিঙ্গৈরান্তরমনুমীয়তে।"

ফল-কীট।— অনেক দেশে আমের ভিতর পোকা হয়। ভিতরে পোকা থাকিলে তাহার বাহ্যলক্ষণ কিরূপ হয় তাহা সকলের জানা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। যিনি তাহা না জানেন, তিনিই সেই কীটাম্র কিনিয়া ঠকেন, পরন্তু অভিজ্ঞ আম্রব্যবসায়ীরা তাহা জানিতে পারে বলিয়া ঠকে না। তাহারা দেখিবামাত্র বুঝিতে পারে, ইহার ভিতর কীট আছে এবং ইহার ভিতর নাই। ফল-ব্যবসায়ীরা যেমন বাহ্যলক্ষণ

দেখিয়া ফলের অন্তরস্থ গুণাগুণ অনুমান করিতে পারে; সেই-রূপ, লোকচরিত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাও মনুষ্যের বহিরাকার দেখিয়া তাহার অন্তরস্থ সারাসার অনুমান করিতে পারেন।

অপবরক *।—দীপের সচ্ছিদ্র আবরণ পাত্রের নাম অপবরক। তন্মধ্যে নীল, পীত, লোহিত, যে কোন রঙ্গের দীপ নিহিত থাকুক, বহিরাগত প্রভা দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহার মধ্যে অমুক রঙ্গের দীপ আছে। মনুষ্যের মনও প্রায় দীপস্বরূপ; এই দেহ বা শরীর তাহার অপবরক। চোক, মুখ, কাণ, নাক, ললাট, আর অনন্ত ছিদ্র ত্বক্ ভেদ করিয়া নিরন্তরই তাহার প্রভা বহিরাগত হইতেছে; সুতরাং চোক্ মুখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ইহার অন্তর্গত মনো-বৃত্তির অনুমান করা যাইতে পারে। পারে বলিয়াই মহাকবি বলেন, “আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।” অর্থাৎ যার যেমন আকার; তাহার তদনুরূপ প্রজ্ঞা অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ জ্ঞান বা বুদ্ধি।

“আকারোভাবসূচকঃ।”—উল্লিখিত আকার শব্দটি গঠন ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে কি আগন্তুক অঙ্গ-বিকার লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। হর্ষ বিষাদাদি জনিত আগন্তুক অন্তরভিপ্রায়ের

---

* পুরাকালে লণ্ঠন ছিল না কিন্তু লণ্ঠনের ন্যায় গঠন অন্য এক প্রকার মৃন্ময় ও ধাতুময় পাত্রের সর্ব্বাঙ্গ ছিদ্রিত করিয়া তাহা বায়ুপ্র-বাহ-কালে দীপ রক্ষার নিমিত্ত ব্যব[illegible] হইত। সেই শতছিদ্র দীপাবরক পাত্রের নাম অপবরক।

অনুমাপক মুখাদি অবয়বের বিকার বিশেষকে আকার বলা যায়। এই আকার আগন্তুক নামে অভিহিত হয়; তদ্ভিন্ন স্বাভাবিক আকারও আছে। এই দুই প্রকার আকারই সামুদ্রবিদ্যার অভিমত। গঠনভঙ্গীর নাম স্বাভাবিক আকার, আর হর্ষাদিজনিত আগন্তুক অঙ্গ বিকারের নাম আগন্তুক আকার। এই আকারের বিশেষ বিবরণ এইরূপঃ —

অন্তরে কোন ভাবের উদয় হইলে তন্নিবন্ধন কতক গুলি বাহ্যলক্ষণ প্রকাশ পায়। মুখের সঙ্কোচ ও বিকাশ, ভ্রাজিষ্ণুতা-নাশ, মালিন্য ও ঔজ্জ্বল্য, ভ্রূকুঞ্চন, রোমাঞ্চ, দৃষ্টিবৈলক্ষণ্য, ইত্যাদি। এই সকল লক্ষণকে আকার বলে, কেহ কেহ প্রকারও বলেন। এতদ্ভিন্ন ইহার ইঙ্গিত, ভাবভঙ্গী, আকার প্রকার, গতিক, ইত্যাদি অন্যান্য ভাষা নামও আছে। মনুষ্যের কার্য্য ও কার্য্যচেষ্টা দেখিয়া তাহাদের মনোবৃত্তি অনুমান করা যাইতে পারে, ইহা সামুদ্র-বিদ্যা বিশ্বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন শরীরে আর এক ভাব-পদার্থ আছে, তাহার নাম ভ্রাজিষ্ণুতা। এই ভ্রাজিষ্ণুতা কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত তেজ অথবা দৈহিককান্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। মনুষ্য দান, ধর্ম্ম, অধ্যয়ন প্রভৃতি যে কোন ক্রিয়ায় রত থাকুক, তাহা হইতে শরীরে বিশেষতঃ মুখে এক প্রকার তেজ বা কান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই কান্তিবিশেষের দ্বারাও মনুষ্য সুখী কি দুঃখী, ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক, ক্রূর কি সরল, সমস্তই অনুমিত হইতে পারে, ইহা সামুদ্রকেরা বিশ্বাস করিতেন। বস্তুতঃ মনুষ্য ধনী হউন, মানী হউন, জ্ঞানী

হউন, গুণী হউন, ধার্ম্মিক হউন, অধার্ম্মিক হউন, বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকুন আর নাই থাকুন, অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাঁহারা ধরা পড়িবেন, সন্দেহ নাই। পরীক্ষক মনুষ্যেরা তাঁহার ভ্রাজিষ্ণুতা দেখিয়াই জানিতে পারিবেন, তিনি সুখী কি দুঃখী, ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক।

বাক্য ও বাক্য উচ্চারণের দ্বারা, স্বরের বা রবের দ্বারাও কখন কখন পর-মন জানা যায়। ফল, এই সকল লক্ষণের দ্বারা মনুষ্যের আগন্তুক বা সাময়িক মনোভাব লক্ষ্য লইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতি বুঝা যাইতে পারে না। গঠনভঙ্গী নামক আকার, আর কার্য্যরুচি, এই দুএর দ্বারাই প্রকৃতি অনুমান করা যায়, অন্যান্য লক্ষণ গুলি তাহার সাহায্যকারী হয়।

প্রত্যেক মনুষ্যেরই প্রকৃতি ভিন্ন; সেই জন্যই তাহাদের গঠন-ভঙ্গী ভিন্ন। অথবা প্রত্যেক ব্যক্তির গঠন-ভঙ্গী ভিন্ন বলিয়াই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি বা স্বভাব ভিন্ন; এরূপও বলা যাইতে পারে। গঠন-ভঙ্গীর সঙ্গে মানব প্রকৃতির যে কি এক অনির্ব্বচনীয় কার্য্যকারন সম্বন্ধ আছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যের আয়ু ও প্রকৃতিবোধক সামুদ্রিকাংশ বৈদ্যদিগেরই অধিকৃত এবং তাঁহাদেরই বিশেষ প্রয়োজনীয়, তজ্জন্যই তাঁহারা সেই সকল অংশ গ্রহন করিয়াছিলেন। বৈদ্যের গৃহীত সেই সকল সামুদ্রিকাংশ কি রূপ? তাহা আমরা সর্ব্বাগ্রে বর্ণন করিব, তাহাতে বুৎপন্ন হইলে অবশ্যই পাঠকগন অপরিচিত

লোকের প্রকৃতি অনুমান করিতে সক্ষম হইবেন। অতএব, প্রথমত আমরা লোকসমূহের প্রকৃতি অনুমাপক আকার প্রকার বর্ণন করিব, অনন্তর তাহার অন্যান্য অংশ সকল সুব্যক্ত করিব।

দ্বিতীয় অংশ।

প্রকৃতি।

কিরূপ স্বভাব বিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপ প্রকৃতি? ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ প্রকৃতি কি? তাহা জানিতে হয়। সুতরাং আমাদিগকে লোকের প্রকৃতি বুঝিবার বা বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথমতঃ তদুপযুক্ত উপকরণ সকল সংগ্রহ করিতে হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতির লক্ষণ ও তাহার উৎপত্তিকারণ নির্দ্দেশ করা উচিত বোধ হওয়ায় এবং তাহা অন্যত্র না পাওয়ায় আমরা বৈদ্যকগ্রন্থ হইতে প্রকৃতি অনুমাপক প্রমাণ সকল সংগ্রহ করিলাম।

"শুক্রশোণিতসংযোগে যোভবেদ্দোষ উৎকটঃ।
প্রকৃতির্জায়তে তেন ——— ।"

যদ্যপি স্বভাব ও প্রকৃতি প্রায় একই তত্ত্ব, তথাপি উক্ত উভয়ের মুলভাবে কিছু পৃথক্ তাৎপর্য্য আছে। শুক্র-শোণিত সংযোগ হইতে প্রকৃতির সূত্রপাত হইয়া অবশেষে যখন তাহার পরিপুষ্ট অবস্থা আইসে, তখন তাহা ভাব বা

স্বভাব নাম ধারণ করে। কাযে কাযেই স্বভাব ও প্রকৃতি এক নহে, কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে ইহা বলিতে হয়। সেই প্রভেদ অনুসারেই ফলভেদ অনুমান করা যায়। কাযে কাযেই সামুদ্রিক শাস্ত্রীয় প্রকৃতি ও স্বভাব পৃথক, ইহা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। মনুষ্যের স্বভাব অভ্যাস-বলে উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি সেরূপে উপস্থিত হয় না। প্রকৃতি একবারে শুক্র-শোণিত-সংযোগ-দশাতেই সঞ্চারিত হয়, উপরোক্ত সংস্কৃত বচনটি তাহার প্রমাণ। উহার অর্থ এইরূপ ;—

যখন শুক্র ও শোণিতের সংযোগ হয়, তখন স্ত্রী ও পুরুষের যে দোষ প্রবল থাকে, সেই দোষই তদুৎপন্নসন্তানের প্রকৃতি-উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে।

সকল রক্তে ও সকল শুক্রে সন্তান হয় না। কিরূপ শুক্র ও কিরূপ শোণিতের যোগে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা সুশ্রুত নামক বৈদ্যকগ্রন্থে লিখিত আছে। ফল, যে আর্ত্তব শোণিতের সন্তান-জনকতা শক্তি আছে, তাহার নাম জীবরক্ত। আর যে শুক্রের তাদৃশ সামর্থ্য আছে, তাহার নাম বীজ-শুক্র। উক্তগ্রন্থে এই দুই পদার্থের পরীক্ষা লিখিত আছে, তাহা এস্থলে আনয়ন করা অপ্রাসঙ্গিক হয় বলিয়া, পরিত্যক্ত হইল। স্ত্রী পুরুষ যখন মিথুন-ধর্ম্মে সংসক্ত হয়, তখন তাহাদের উভয়েরই কোন-না কোন দোষ প্রবল থাকে। যে দোষের প্রাবল্য অবস্থায় জীবরক্ত ও বীজশুক্র মিলিত হইবে, সেই দোষই সেই মিলিত শুক্রশোণিতে অনুক্রান্ত

হইবে ; সুতরাং সেই দোষদূষিত শুক্রশোণিত হইতে শরীরাঙ্কুর, ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, অবয়ব সকল সংগঠিত, ক্রমে পুষ্ট হইতে থাকে ; সেই জন্যই প্রকৃতির সঙ্গে দৈহিক গঠনের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক আছে এবং সেই জন্যই গঠন দেখিয়া প্রকৃতি অনুমান করা যাইতে পারে। যাবৎ শরীর, তাবৎ প্রকৃতি, মরিয়া না গেলে প্রকৃতির উচ্ছেদ হয় না, ইহা পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত এবং সেই জন্যই লোকে অপভাষায় বলিয়া থাকে যে, "টাক্ প্রকৃতি গোদ, তিন মর্‌লে শোধ।"

প্রকৃতির সংখ্যা।

মানব প্রকৃতি কত প্রকার তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে প্রধান প্রধান বা বিস্পষ্ট কার্য্য কলাপ দেখিয়া কতক গুলি প্রধান প্রকৃতি এবং তাহাদের এক একটি শ্রেণী কল্পনা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে যে, দোষ-শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থ উপাদান গত দোষ অথবা গুণ। ধাতুবিশেষ বলিলেও বলা যায়। ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক-দশায় সর্ব্বাগ্রে এক প্রকার রস জন্মে। সেই রস হইতে রক্ত, তাহা হইতে অন্যান্য ধাতু, সুতরাং ভুক্তাহার-জনিত রসই শারীর-ধাতুর উপাদান। সেই জন্যই বৈদ্যেরা উহাকে দোষ-নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। মূল দোষ ত্রিবিধ। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। দোষ যদি ত্রিবিধ হইল, তবে তাহার এক একটি বা দুই দুইটি, অথবা তদধিক দোষের প্রাবল্য অনুসারে প্রকৃতির একটা মোটা মোটী সংখ্যা কল্পনা করা যাইতে পারে। এই আশয়ে উক্ত হইয়াছে যে,—

"দোষৈঃ পৃথক্ ত্রিশশ্চৈব প্রকৃতিঃ সপ্তধা মতা।"

পৃথক্ পৃথক্ বা দুই দুই দোষের যোগে মনুষ্যের প্রকৃতি উৎপন্ন হয়; প্রধান কল্পে তাহা সপ্ত প্রকার। এই উপদেশ দ্বারা জানা গেল যে, প্রধান কল্পে অন্যূন সাত প্রকার প্রকৃতির মনুষ্য আছে। সেই সকল প্রকৃতির নাম গণনা এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

১। বাত-প্রকৃতি।

২। পৈত্ত-প্রকৃতি।

৩। শ্লৈষ্মিক-প্রকৃতি।

৪। বাতপিত্ত-প্রকৃতি।

৫। বাতশ্লেষ্ম-প্রকৃতি।

৬। পিত্তশ্লেষ্ম-প্রকৃতি।

৭। বাতপিত্তশ্লেষ্ম-প্রকৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন আকার ও ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবাদি হইয়া থাকে। বিচক্ষণ বৈদ্যেরা আকার প্রকার ও স্বভাবাদি পর্য্যালোচনা করিয়া রোগীর প্রকৃতিনির্ণয় করতঃ চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কিরূপ ঔষধ কিরূপ দেহের উপকারী বা ফলপ্রদ হইবে তাহা তাঁহারা প্রকৃতি অনুমান দ্বারা বুঝিয়া লইতে পারিতেন। দৈবজ্ঞেরাও বাহ্য-আকার ও বাহ্য-চেষ্টা দেখিয়া, এ ব্যক্তির এইরূপ প্রকৃতি; অন্তর-চেষ্টা, বা মনোবৃত্তি এইরূপ, ইহা বুঝিতে পারিতেন। কেন-না ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বাহ্য আকার ও আন্তরিক চেষ্টা সকল পরস্পর বিভিন্ন হইয়া থাকে। বেশ অনুভব করিয়া দেখিবেন,

ঠিক্ এক আকার, এরূপ দুই ব্যক্তি নাই, এবং ঠিক্ সমান প্রকৃতি, এরূপ দুই অথবা তিন ব্যক্তি নাই। লোকের আকার প্রকার যেমন বিভিন্ন, তেমনি তাহাদের প্রকৃতিও বিভিন্ন। এক্ষণে প্রত্যেক প্রকৃতির মনুষ্যের আকার প্রকার ও মানসিক প্রবৃত্তি প্রভৃতি কিরূপ বিভিন্ন হইয়া থাকে তাহা বলা যাইতেছে।

বায়ু-প্রকৃতি

" জাগরূকঃ শিতদ্বেষী দুর্ভগঃ স্তেনো মৎসর্য্যনার্য্যো
গান্ধর্ব্বচিত্তঃ স্ফুটিতকরচরণোঽতিরূক্ষশ্মশ্রুনখকেশঃ
ক্রোধী নখদন্তখাদী চ ভবতি।
অধৃতিরদৃঢ়সৌহৃদঃ কৃতঘ্নঃ কৃশপরুষোধমনীততঃ প্রলাপী।
দ্রুতগতিরটনোনবস্থিতাত্মা বিয়দপি গচ্ছতি সম্ভ্রমেণ সুপ্তঃ॥
অব্যবস্থিতমতিশ্চঞ্চলদৃষ্টির্মন্দরত্নধনসঞ্চয়মিত্রঃ।
কিঞ্চিদেব বিলপত্যনিবদ্ধং মারুতপ্রকৃতিরেষ মনুষ্যঃ॥"

বায়ুপ্রকৃতি লোকের বাহ্য আকার এই রূপ ;—হাত পা ফাটা ও রুক্ষ অর্থাৎ খস্ খসে। দাড়ি, গোঁপ, চুল ও নখ সকল রূক্ষ অর্থাৎ অস্নিগ্ধ। শরীর কৃশ অথচ কর্কশ। অঙ্গ শিরা-জড়িত অর্থাৎ হাত পা প্রভৃতিতে শির দেখা যায়। চক্ষু গোল, দৃষ্টি চঞ্চল অর্থাৎ মিট্‌মিটে। অথবা তাহার চাউনি উল্‌কো ফুলকো। এরূপ মনুষ্য দেখিলে তাহাকে বায়ুপ্রকৃতি বলিয়া জানিবে। এই প্রকৃতির মনুষ্যেরা নিম্নলিখিত স্বভাবাপন্ন হয়।

রাত্রি জাগিতে পটু,—ঠাণ্ডা ভাল বাসে না,—কথায়

কথায় ক্রুদ্ধ হয়,—নখ কামড়ায়,—দাঁতে দাঁত ঘসে,—সকল কার্য্যেই অধৈর্য্য,—ধীরে অর্থাৎ আস্তে হাঁট্‌তে পারে না,—অকারণে দ্রুত গমন করে,—এক স্থানে অনেক ক্ষণ স্থির থাকিতে পারে না,—ভ্রমণ করিতে ভাল বাসে,—শরীর সুব্যবস্থায় রাখিতে পারে না,—(অর্থাৎ হয় হাত নাচাচ্চে না হয় পা নাচাচ্চে ইত্যাদি), অনেকে কথা বলে,—বকিতে ভাল বাসে,—অনর্থক কথাও বলে,— মিথ্যা ব'লিতে সঙ্কুচিত হয় না,—মধ্যে মধ্যে অনাসন্ন কথাও বলে,—ধন, উত্তম বস্ত্র ও বন্ধু, এ সকল ইহারা দৃঢ় বা সুস্থির রাখিতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত আকার ও এতদ্বিধ বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া, সহজেই তাহার প্রকৃতি বুঝা যাইতে পারে। এতাদৃশ বায়ু-প্রকৃতি ব্যক্তিদের মানসিক প্রবৃত্তি কি রূপ? সামুদ্র-বিদ্যার বলে তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে। বায়ু প্রকৃতি মানবের অন্তর্বৃত্তি বা মনোবৃত্তি প্রায় নিম্নলিখিত প্রকার হইয়া থাকে।

পরধন লইবার ইচ্ছা,—মাৎসর্য্য,—অনার্য্যপ্রবৃত্তি,—(ধর্ম্ম সন্দেহ, আত্মপর সম্বন্ধে অজ্ঞ, এ করিলে কি হয়? উহা কেন? উহা কিছুই নহে, মনে ইত্যাদি প্রকারের নাস্তিক্যভাব নিহিত থাকে), নৃত্যগীতাদি ভাল বাসে,—কৃতঘ্ন হয় অর্থাৎ অন্যের কৃত উপকার অগ্রাহ্য করে, অথবা আদৌ মনে রাখেনা,—অব্যবস্থিতচিত্ত হয় (অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ),—বিতথাভিনিবেশ অর্থাৎ মনে মনে রাজা হয়, মন্ত্রী হয়, ঘর বাড়ী বানায়, ইত্যাদি। বায়ুপ্রকৃতি

মানব চঞ্চল, কৃতঘ্ন, মিথ্যাবাদী, বহুভাষী ও অটনশীল হয়। ইহারা স্বপ্নেও স্থির থাকিতে পারে না। ইহারা ঘুমাইয়াও আকাশে ভ্রমণ করে। এতদ্ভিন্ন ইহাদের আরও কতক গুলি স্বভাব আছে। যথা—

"বাতিকাশ্চাজগোমায়ু-শশাখূষ্ট্রশুনাস্তথা।
মৃগকাকখরাদীনামনূকৈঃ কীর্ত্তিতা নরাঃ॥"

বাত-প্রকৃতি মানব ছাগল, শৃগাল, খরগোস, ইন্দুর, উট, কুক্কুর, মৃগ, কাক ও গর্দ্দভ প্রভৃতির স্বভাবের সমতুল্য স্বভাব-বিশিষ্ট হয়। কেহ ছাগলের ন্যায় শৃঙ্গারী, কেহ শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত, কেহ খরগোসের ন্যায় ভীত স্বভাব, কেহ বা ইন্দুরের ন্যায় খুটীনাটী করিতে ভাল বাসে। এই গুলি দোষ; এতদ্ভিন্ন ইহাদের অনেক গুলি গুণও আছে। সে সকল গুণ ও দোষ নিপুণ হইয়া অনুভব করিতে হয়; লক্ষণ সকল বুঝিতে পারিলেই প্রকৃতি অনুমান অভ্রান্ত হইতে পারে, অন্যথা মিথ্যা হইয়াও যায়।

পিত্ত-প্রকৃতি।

পিত্ত প্রকৃতির বাহ্য আকার ও স্বভাব যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা প্রকটিত করিতেছি।

"স্বেদনোদুর্গন্ধঃ পীতশিথিলাঙ্গস্তাম্রনখনয়নতালুজিহ্বৌষ্ঠপাণিপাদতলোদুর্ভগোবলীপলিতখালিত্যজুষ্টো বহুভুগুষ্ণদ্বেষী ক্ষিপ্রকোপপ্রসাদোমধ্যমবলোমধ্যমায়ুশ্চ ভবতি।

মেধাবী নিপুণমতির্বিগৃহ্য বক্তা
তেজস্বী সমিতিষু দুর্নিবারবীর্য্যঃ।
সুপ্তঃ সন্ কনকপলাশকর্ণিকারান্
সম্পশ্যেদপি চ হুতাশবিদ্যুদুল্কাঃ॥
ন ভয়াৎ প্রণমেদনতেষ্বমৃদুঃ
প্রণতেষ্বপি সান্ত্বনদানরুচিঃ।
ভবতীহ সদা ব্যথিতাস্য গতিঃ
স ভবেদিহ পিত্তকৃতপ্রকৃতিঃ॥"

পিত্তপ্রকৃতি মনুষ্যের বাহ্য লক্ষণ এইরূপঃ—

অধিক ঘর্ম্ম হয়,—শরীরে দুর্গন্ধ থাকে,—বর্ণ পীত,—অঙ্গ সকল শিথিল,—নখ রক্তবর্ণ,—নেত্রক্ষেত্র, তালুদেশ, জিহ্বা, ওষ্ঠ, হস্ততল ও পদতল লোহিত বর্ণ,—অল্প বয়সে শরীরের মাংস ও চর্ম্ম লোল হইয়া যায়,—মাথায় টাক পড়ে,—শীঘ্র শীঘ্র চুল পাকে,—বহু ভোক্তা হয়,—গরম ভাল বাসে না,—ঠাণ্ডা ভাল বাসে;—শীঘ্রই কোপ হয় আবার শীঘ্রই প্রসন্ন হয়,—মধ্যম পরিমাণের বল হয়,—আয়ুঃও মধ্যম হয়।

পিত্ত-প্রকৃতি মনুষ্যের মেধাশক্তি (স্মরণ শক্তি), বুঝিবার শক্তি ও বক্তৃতাশক্তি কিছু অধিক হয়। তেজস্বিতা ও সভাদুর্ধর্ষতা অধিক হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় সুবর্ণ ও সুবর্ণবর্ণ পত্রপুষ্পাদি, বিদ্যুৎ ও উল্কাদি দর্শন করে। ভীত হয় না, কাহারও নিকট নত হয় না, যাহারা নত না হয়—যাহারা আশ্রিত হইতে চাহে না—তাহাদের প্রতি

পিত্ত-প্রকৃতির লোকেরা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়; পরন্তু যাহারা নত ও আশ্রিত,—তাহাদিগকে ইহারা ভাল বাসে, সেবা করিতে, সান্ত্বনা ও দান করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হয়।

উক্ত প্রকার স্বভাব ও বাহ্য লক্ষণ দেখিলে তাদৃশ ব্যক্তিকে পিত্ত-প্রকৃতি বলিয়া জানিতে হইবে। তাহাদের নিম্ন-লিখিত প্রকারের সাধারণ গুন বা মনোবৃত্তি আছে, ইহাও অবধারণ করিতে হইবে। যথা——

"সুভগঃ প্রিয়দর্শনোমধুরপ্রিয়ঃ কৃতজ্ঞো
ধৃতিমান্ সহিষ্ণুরলোলুপোবলবান্ চির
গ্রাহী প্রভুত্বরুচিদৃঢ়বৈরোযুবতিপ্রিয়শ্চ।"

প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা, দান করিবার ইচ্ছা,—পরোপকারেচ্ছা,—সুন্দরী স্ত্রী ও বিবিধ সুখ-ভোগ করিবার ইচ্ছা,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই প্রকৃতির মানবেরা নিম্ন-লিখিত প্রাণীর কোন কোন গুণ প্রাপ্ত হয়। যথা,—

"ভুজঙ্গোলূকগন্ধর্ব্ব-যক্ষ মার্জারবানরৈঃ।
ব্যাঘ্রঋক্ষনকুলানুকৈঃ পৈত্তিকাস্তু নরাঃ স্মৃতাঃ॥"

অর্থ এই যে, পিত্তপ্রকৃতি মানব, সর্প, উলূক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মার্জার, বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও নকুল (বেজী) প্রভৃতি তির্য্যক্ জীবের কোন কোন গুণ প্রাপ্ত হয়। সর্পের ন্যায় ক্রূরতেজস্বী, উলূকের ন্যায় রাত্রিজাগরূক, গন্ধর্ব্বের ন্যায় গানপ্রিয় বা বিলাসী, যক্ষের ন্যায় ধনসঞ্চয়ী, মার্জারের ন্যায় অকৃতজ্ঞ বা আমিষপ্রিয়, বানরের ন্যায় চঞ্চল বা

অস্থির, ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র, ভল্লূকের ন্যায় শীতলপ্রিয় এবং নকুলের ন্যায় ক্ষিপ্তকারী হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক-প্রকৃতি।

শ্লেষ্মপ্রকৃতি মানব নিম্নলিখিত লক্ষণাক্রান্ত হয়। তাহা জানিয়া বা তাহা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞ মানব তাদৃশ লোকের স্বভাব চরিত্রের অনেকাংশই বুঝিয়া লইতে পারেন।

"রক্তান্তনেত্রঃ সুবিভক্তগাত্রঃ
স্নিগ্ধচ্ছবিঃ সত্ত্বগুণোপপন্নঃ।
ক্লেশক্ষমোমানয়িতা গুরূণাম্
জ্ঞেয়ো বলাশপ্রকৃতির্মনুষ্যঃ ॥" [ইত্যাদি।

যাহার নেত্রপ্রান্ত রক্তবর্ণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল উত্তমরূপে বিভক্ত, (হস্ত পদাদির গঠন বা সংস্থান সুবিভক্ত), যাহার দেহে স্নিগ্ধলাবণ্য বিরাজমান, জানিবেন যে, ঈদৃশব্যক্তি শ্লেষ্মপ্রকৃতি-সম্পন্ন। শ্লেষ্মপ্রকৃতি লোকেরা ক্লেশসহিষ্ণু হয়, সাত্ত্বিকগুণে অলঙ্কৃত থাকে; গুরুমান্যকারী হয়, এবং তাহার মতি বা বুদ্ধি সদাসর্ব্বদা শাস্ত্রের দিকেই প্রধাবিত থাকে। আর ও বুঝিতে হইবে যে, এরূপ ব্যক্তি বন্ধুতা রক্ষা করিতে জানে, ধন উপার্জন ও ধন রক্ষা করিতে সক্ষম, ঈদৃশ ব্যক্তি অনেক বিবেচনার পর দান করে বটে; কিন্তু যখন করে তখন প্রচুর পরিমাণেই করে। এরূপ লোক বৃথা বাক্যব্যয় করে না, সিদ্ধান্ত কথা ভিন্ন বাজে কথা

বলে না এবং সকল সময়েই সাবধান থাকে ও সাবধান হইয়া কথা বার্ত্তা বলে।

" ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্র বরুণৈঃ সিংহাশ্ব গজ গো বৃষৈঃ।
তার্ক্ষ্য হংস সমানূকাঃ শ্লেষ্মপ্রকৃতয়ো নরাঃ।"

শ্লেষ্ম প্রকৃতি মানব ব্রহ্মগুণে, ইন্দ্রগুণে ও বারুণ গুণে ভূষিত হয়। সিংহ, অশ্ব, হস্তী, বৃষ, গরুড়, রাজহংস,—এই সকল পশু পক্ষীর অধিকাংশ গুণ বা স্বভাব ধারণ করে। এই সকল লক্ষণ ভিন্ন ইহাদের আরও কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ আছে। যথা—

" স্থিরকুটিলাতিনীলকেশো
লক্ষীবান্ জলদমৃদঙ্গসিংহঘোষঃ।
সুপ্তঃসন্ সবমল হংসচক্রবাকান্-
সম্পশ্যোদপি জলাশয়ান্ মনোজ্ঞান্। "

ইহাদের দৃষ্টি বক্র-স্থির, কেশ অতিশয় কাল, শরীর সৌন্দর্য্যগুণে অলঙ্কৃত, এবং ইহাদের স্বর সুগম্ভীর হইয়া থাকে। স্বপ্নকালে ইহারা প্রফুল্ল কমল তড়াগ ও চক্রবাকাদি সেবিত সরোবর প্রভৃতি মনোরম জলাশয় সন্দর্শন করে। সুবিজ্ঞ মানব এই সকল লক্ষণ অবগত হইয়া, তাহাদের লিখিত প্রকার বহিরাকার দেখিয়া অনায়াসেই তাহাদের অন্তরস্থ স্বভাব চরিত্র অনুমান করিতে পারেন, ইহা সামুদ্রবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন।

" দ্বয়োর্ব্বা ত্রিণাং বাপি প্রকৃতীনান্তু লক্ষণৈঃ।
জ্ঞাত্বা সংসর্গজা বৈদ্যঃ প্রকৃতীরভিনির্দ্দিশেৎ॥"

বৈদ্য অর্থাৎ বিদ্যাবান্ ব্যক্তি উক্ত লক্ষণ সমূহের দুই, তিন, বা ততোধিক লক্ষন (অনুমাপক চিহ্ন প্রভৃতি) দেখিলে তাহার সাংসর্গিকত্ব অর্থাৎ মিশ্রপ্রকৃতিত্ব উত্তমরূপে বোধগম্য করিবেন এবং তদনুসারে তাহাদের স্বভাবের বা প্রকৃতির মিশ্রফল অনুমান বা উহ্য করিয়া লইবেন।

তৃতীয় অংশ।

চরিত্রানুমান-বিদ্যার মত এই যে, মনুষ্যের গুণ ও দোষ সমস্তই শরীরের গঠন-ভঙ্গীর অনুরূপ হইয়া থাকে; সুতরাং গঠন-ভঙ্গী দেখিয়া মনুষ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী অপ্রত্যক্ষ চরিত্র সকল অনুমান দ্বারা বোধগম্য করা যায়; পরন্তু তাহা সহজ-সাধ্য নহে। নৈপুণ্য না থাকিলে অনুমান মিথ্যা হইবারই সুসম্ভাবনা। বাল্যকালে আমরা যত "গোরা" দেখিতাম, জ্ঞান হইত, সব গোরা এক রকম, কিন্তু এখন দেখি, বিলক্ষন প্রভেদ আছে। অতএব, জ্ঞানের উন্নতি ও বহু পরিচয় ব্যতীত ব্যক্তিপুঞ্জের অঙ্গ-বৈলক্ষণ্যের বা গঠন-ভঙ্গীর তারতম্য বিষয়ে উত্তমরূপ নৈপুণ্য বা শিক্ষালাভ করা যায় না; কাযে কাযেই চরিত্রানুমান-বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া যায় না।

এই গ্রন্থের প্রথম অংশে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা স্মরণ করুন, দেখিতে পাইবেন, তাহাতে কেবল প্রকৃতি-অনু-

মানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বাহ্য আকার প্রকার ও কার্য্যরুচি দেখিয়া যেমন মানবকুলের প্রকৃতি নির্ণয় হইতে পারে, সেইরূপ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন-প্রণালী দেখিয়াও তাহাদের স্বভাব চরিত্রাদি অনুমান করা যাইতে পারে। এ অংশে কেবল তাহাই প্রদর্শিত হইবে।

অঙ্গের মধ্যে প্রধান অঙ্গ মস্তক; এই নিমিত্ত ইহাকে উত্তমাঙ্গ বলা যায়। সামুদ্র-জ্ঞ পণ্ডিতেরা কেবল মাত্র উত্তমাঙ্গ দেখিয়া, সে কি চরিত্রের লোক তাহা বলিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের মত এই যে, চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই মুখের গঠন সমাপ্ত হয় ও ভঙ্গীবিশেষ নিষ্পন্ন হয়। সেই জন্যই মুখ দেখিয়া, যে যে-চরিত্রের লোক তাহা জানিতে পারা যায়।

মুখের প্রথম দৃশ্য ললাট। ললাটের গঠন ও গঠনানুরূপ ফলাফল সম্বন্ধে সামুদ্রজ্ঞ দিগের এইরূপ উক্তি আছে।

" নিম্নললাটা বধবন্ধভাগিনঃ ক্রূরকর্ম্মনিরতাশ্চ।

অভ্যুন্নতশ্চ ভূপাঃ কৃপণাঃ স্যুঃ সঙ্কটললাটাঃ।"

ললাটের গঠন সকলের সমান নহে। ভিন্ন ভিন্ন আকারের ললাট হইলেও, ললাটের গঠনসম্বন্ধে স্থূলতঃ ছয় শ্রেণী করা সামুদ্র-বিদ্যার অভিপ্রেত। " নিম্ন-ললাট " "অভ্যুন্নত-ললাট " " সঙ্কট-ললাট " " বিষম-ললাট " " অর্দ্ধেন্দু-ললাট " ও " শুক্তিবিশাল। " এতদ্ভিন্ন "বিশাল" "অর্দ্ধেন্দু-বিশাল" "শিরা-সন্তত" "উন্নত শিরা-সন্তত" " স্বস্তিকসংস্থ-শিরাসন্তত " প্রভৃতি অনেক প্রকার অবান্তর প্রভেদও আছে, কিন্তু সে সমস্ত প্রভেদ সহজে পরিচিত হইবার নহে।

তজ্জন্য উল্লিখিত কএক প্রকার বিস্পষ্টবোধ্য ললাটের বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে।

নিম্নললাট।—যাহাদের ললাট নিম্ন অর্থাৎ (খোদোল্ বা নীচু), তাহারা বধবন্ধনভাগী হয়। তাৎপর্য্য এই যে, তাহাদের মতিগতি ক্রূর কর্ম্মেই রত থাকে। তজ্জন্য নিম্নললাট শ্রেণীর লোকেরা নিজনিজ কুপ্রবৃত্তির দোষে প্রায়ই কু-দিকে বা কুপথে যায়, কাযেকাযেই তাহারা হয় বধ না হয় বন্ধন প্রাপ্ত হয়। চরিত্রানুমান বিদ্যা আমাদিগকে উক্ত অত্যল্প কথার দ্বারা এই উপদেশ দিতেছেন যে, নিম্নললাট লোকেরা প্রায়ই দুরন্ত স্বভাব ও কুপথগামী হইয়া থাকে, ইহা অবধারণ করিবে।

"গ্রীবা চ হ্রস্বস্তথা ললাটঃ"। হ্রস্ব বা নিম্ন ললাটের সঙ্গে যদি ঘাড় খাঁট হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই। দুইটীই দুষ্টামির লক্ষণ। একজন হিন্দুস্থানী সামুদ্রবিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে,—

"কোতা গর্দান্ তাংপিছানি
দোনো হ্যায় বজ্জাৎকি নিশানী।"

অভ্যুন্নত-ললাট।—"অভ্যুন্নতাশ্চ ভূপাঃ" যাহাদের ললাট সম্মুখভাগে উচ্চ, বিশাল ও বিস্তৃত, তাহারা রাজা হয়। রাজা হউক বা না হউক, তাহাদের মন রাজার মনের ন্যায় উচ্চ হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, অভ্যুন্নত-ললাট-ব্যক্তিদের অন্তঃকরণ প্রায়শঃই মহত্ত্ব গুণে পরিপূরিত থাকে এবং বিষয়বুদ্ধিও তাহাদের প্রচুর পরিমাণে বা পর্য্যাপ্ত থাকে।

সঙ্কটললাট।—"কৃপণাঃ স্যুঃ সঙ্কট-ললাটাঃ।" "সঙ্কট" শব্দের অর্থ এস্থলে সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ ছোট, কিংবা বন্ধুর ভূমির ন্যায় উচ্চ নীচ দোষাক্রান্ত। সঙ্কট-ললাট মনুষ্যেরা প্রায়ই কৃপণ হয়। কেবল টাকার কৃপণ নহে,—জ্ঞান, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, উদারতা, সকল বিষয়েই কৃপণ। তাৎপর্য্য এই যে, সঙ্কট-ললাট ব্যক্তিদের আশয় অতি ক্ষুদ্র এবং তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অতি লঘু ও নীচ স্বভাবের।

বিষম ললাট।—"বিষম-ললাটা বিধনাঃ"। "বিষম" শব্দের অর্থ এস্থলে অসম অর্থাৎ বাঁকা অথবা এবড়োখেবড়ো গোছের উচ্চ নীচ। যাহাদের ললাট-দেশটী বিষম, তাহারা ধনবর্জ্জিত। বিশালতা থাকিলেও বৈষম্য দোষে তাহারা ধন-বর্জ্জিত হইবে; অর্থাৎ ধন যে কি-কৌশলে উপার্জ্জিত হয় তাহা তাহারা বোধগম্য করিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, বিষম-ললাট মনুষ্যের বুদ্ধি ধনাগমের দিকে যায় না বা খেলে না। কি কৌশলে ধন উপার্জ্জন হয় তাহা তাহারা বুঝে না, ইহাই উহার ফলিতার্থ।

অর্দ্ধেন্দু ললাট—"ধনবন্তোঽর্দ্ধেন্দুসদৃশেন" যাহাদের ললাটগঠন অর্দ্ধচন্দ্রবৎ বৃত্তচ্ছেদবিশিষ্ট, তাহারা ধনবন্ত। নিশ্চয়ই তাহাদের ধন আছে। কিসে ধন হয় তাহা তাহারা বিলক্ষণ বুঝে। এই শ্রেণীর লোকেরাই ধনাগমের পথ উত্তমরূপ জানে। তাৎপর্য্য এই যে, অর্দ্ধেন্দুললাট-মনুষ্যের বুদ্ধি ধনাগম পথে অতীব চতুর।

শুক্তিবিশাল।—"শুক্তিবিশালৈরাচার্য্যতা" শুক্তি অর্থাৎ

ঝিনুক। ঝিনুকের মধ্যভাগটা যেমন উন্নত ও দুই পাশ ক্রমনিম্ন, যাহাদের এতদাকারের ললাট, তাহারা আচার্য্য অর্থাৎ বিদ্বান্, বাগ্মী, প্রতিভাশালী ও মেধাবী হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহাদের ললাটের গঠন শুক্তিসদৃশ উন্নত অথচ বিস্তৃত—তাঁহারা ধনী না হইতেও পারেন, কিন্তু তাঁহাদের পাণ্ডিত্য থাকা পক্ষে কোন প্রকার সংশয় নাই।

বিশাল ললাট। —"বিশালাশ্চ বুদ্ধিমন্তঃ।" ঔন্নত্যবর্জ্জিত অথচ বিস্তীর্ণতাযুক্ত; এরূপ ললাট হইলে তাহার বুদ্ধি আছে, ইহা অনুমান করিবে; পরন্তু তাহার আচার্য্য হইবার ক্ষমতা নাই; ইহাও অনুমান করিবে।

শিরাসন্তত। —"শিরাসন্ততৈরধর্ম্মরতাঃ।" যাহাদের ললাট শিরাজালজড়িত, যাহাদের ললাটে প্রব্যক্ততম শিরা সকল দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারা অধর্ম্মরুচির লোক, ইহা অনু-মান করিবে। তাৎপর্য্য এই যে, শিরাব্যাপ্ত ললাটীদিগের প্রবৃত্তি অধর্ম্মের দিকেই ধাবিত হয়, অধর্ম্ম করিতেই তাহারা ভাল বাসে, অন্ততঃ তাহারা গোপনেও অধর্ম্ম করিয়া থাকে।

উন্নতশিরা। —"উন্নতশিরাভিরাঢ্যাঃ স্বস্তিকসংস্থিতিশ্চ" ললাটের শিরাজাল যদি উন্নত বা স্বস্তিকতুল্য প্রতান বিশিষ্ট হয়, তবে, তাঁহারা আঢ্য অর্থাৎ ধনী, ইহা অনুমান করা আব-শ্যক। অবশ্যই তাঁহাদের হৃদয়-ভাণ্ডার কোন না কোন প্র-কার ধনে পরিপূর্ণ আছে; ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে। (স্বস্তিক=বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে; ইহা ত্রিকোণাকার পিষ্ট-ফলক।)

ভ্রূ।

ললাটের পর ভ্রূদেশের গঠন-প্রণালী বা সংস্থান বিশেষ দেখিতে হইবেক। ভ্রূস্থানের গঠন-প্রণালী বহু আকারের হইলেও সামুদ্রবিদ্যা সংক্ষেপতঃ ইহাকে সাত শ্রেণী করিয়া; তদ্দ্বারা বিশেষ বিশেষ ফলের অনুমান করিয়া থাকেন।

অভ্যুন্নত-ভ্রূ, বিশালোন্নত-ভ্রূ, বিষম-ভ্রূ, বালেন্দুনত-ভ্রূ, দীর্ঘাসংসক্ত-ভ্রূ, খণ্ডিত-ভ্রূ, ও মধ্যবিনত-ভ্রূ। এই কএক শ্রেণীর কল্পনা ভ্রূরোমের রচনা-পরিপাটী অনুসারেই হইয়াছে, পরন্তু ভ্রূপ্রদেশটীর গঠনগুলি "পশ্বাদিতশ্চ বোদ্ধব্যাঃ" সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুদিগের ভ্রূস্থান দেখিয়া তদনুযায়ী কতিপয় শ্রেণী কল্পনা করিতে হইবেক; এবং তদ্দ্বারা সত্ত্ব ও উৎসাহাদি গুণের অনুমান করিবেক। পরন্তু সামুদ্রশাস্ত্রে সত্ত্ব ও উৎসাহাদি গুণের অনুমান সম্বন্ধে অন্য প্রণালী অবলম্বিত আছে বলিয়া, এই অংশে "পশ্বাদিতশ্চ বোদ্ধব্যাঃ" ভিন্ন অন্য কোন কোন বিশেষ উক্তি নাই; সুতরাং কেবল মাত্র ভ্রূরোমের রচনা-পরিপাটী দেখিয়া যাহা যাহা অনুমিত হয়; এস্থলে কেবল তাহাই ব্যক্ত করা যাইবে।

অভ্যুন্নত।—"অভ্যুন্নতাভিরল্পায়ুষঃ" যাহাদের ভ্রূ-দেশ অভ্যুন্নত; ঠিক্ সম্মুখ ভাগটা উচ্চ; তাহারা অল্পায়ুঃ। তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ ব্যক্তিরা অদীর্ঘজীবী হয় সুতরাং তাহাদের বুদ্ধি বিদ্যা অনুমান করা অনাবশ্যক।

বিশালোন্নত।—"বিশালোন্নতাভিরতিসুখিনঃ।" যাহা-

দের ভ্রূদেশ বিশাল অথচ উন্নত, তাহারা অত্যন্ত সুখী। সুখের বাহ্য উপকরণ থাকুক বা না থাকুক, তাহদের মন সুখসাগরে নিমগ্ন থাকে। এই সকল লোক নিরুদ্বেগ ও স্বল্প-সন্তুষ্ট বলিয়া প্রথিত হয়।

বিষম।—"বিষমভ্রূবোদরিদ্রাঃ।" যাহাদের ভ্রূ বিষম অর্থাৎ অসমান [অসমান নানারূপ হইতে পারে পরন্তু কি প্রকারের অসমান তাহা জানি না) তাহারা দরিদ্র। ধন থাকিলেও দরিদ্র। অর্থাৎ তাহাদের ধনতৃষ্ণা অতি প্রবল; তাহারা কৃপণ চূড়ামণি।

বালেন্দুনত।—"বালেন্দুনতভ্রবঃ সধনাঃ।" যাহাদের ভ্রূ-যুগল বালেন্দুতুল্য নত (বাঁকা), নিশ্চয় তাহাদের ধন আছে। উপার্জনবর্জ্জিত হইলেও অন্ততঃ তাহাদের পৈতৃক ধন আছে; পিতা মাতার কি অন্য কোন ব্যক্তির ধন তাহারা নিশ্চিত পাইবে কি পাইয়াছে, ইহা অনুমান করিতে হইবে।

দীর্ঘাসংসক্ত।—"দীর্ঘাঽসংসক্তাভির্ধনিনঃ।" দীর্ঘ অথচ অসংসক্ত (যোগ না থাকা) ভ্রূ, দেখিলে তদ্দ্বারা তাহাদের ধনসত্তা অনুমিত হইয়া থাকে।

খণ্ড।—"খণ্ডাভিরর্থপরিহীনাঃ" খণ্ড-ভ্রূ ব্যক্তি অর্থ-হীন হয়। অর্থ শব্দে কেবল ধন বা টাকা কড়ি এরূপ নহে; প্রয়োজন সিদ্ধি ও ইচ্ছাপূর্ত্তিও অর্থ শব্দের অভিধেয়; সুতরাং খণ্ডভ্রূ ব্যক্তিরা আপনাদের ইচ্ছা পূরণ করিতে অসমর্থ থাকে, ইহা অনুমাত করা যাইতে পারে।

মধ্যবিনত।—"মধ্যবিনতভ্রবো যে তে সক্তাঃ স্ত্রীস্বগম্য-

ম্যাসু।” যাহাদের ভ্রূদেশ মধ্যবিনত অর্থাৎ মাঝখানটা বাঁকা অথবা নিম্ন ; তাহারা কামুক। এরূপ লোক আগম্যাগমনে সঙ্কুচিত হয় না। এমন কি তাহারা অন্তজা ও স্বসম্পর্কীয়া স্ত্রীতেও গমন করিতে বা আসক্ত হইতে প্রস্তুত থাকে।

শঙ্খ।

অতঃপর শঙ্খস্থান অর্থাৎ ভ্রূ ও বর্ণের মধ্যভাগ পরীক্ষা করিবে। এই স্থানটীর অধিক প্রভেদ নাই। উন্নত-বিপুল ও নিম্ন, এই দুই প্রকার মাত্র প্রভেদ আছে। “উন্নত-বিপুলৈঃ শঙ্খৈঃ ধন্যাঃ” যাহাদের শঙ্খপ্রদেশ উন্নত ও বিপুল তাহারা ধন্য। “ধন্য” এই কথাটী অনেক অর্থের সূচক। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, যাঁহাদের শঙ্খস্থান (রগ দুইটী) পরিপূর্ণ, তাঁহারা ধনী হইতে পারেন, মানী হইতে পারেন, জ্ঞানী ও সুখী হইতেও পারেন। আর যাঁহাদের শঙ্খপ্রদেশ বিপুল অথবা বিস্তীর্ণ নহে, উঁচু নহে, পূর্ণ বা বিশাল নহে, পরন্তু নিম্ন (খাল বা টোলে), তাঁহারা অনেক বিষয়ে দুঃখী।

“নিম্নৈঃ সুতার্থসন্ত্যক্তাঃ।”

পুত্রহীন ও অর্থহীন হওয়া নিম্ন-শঙ্খতার ফল। অপুত্রক না হইলেও অপুত্রকের দুঃখ হইবেক, ধন থাকিলেও নির্ধনের ন্যায় দুঃখ হইবেক, ইহা অনুমান সিদ্ধ সিদ্ধান্ত।

মূর্দ্ধা বা মাথার উপরিভাগ।

মূর্দ্ধা বা মস্তকের গঠন সকলের সমান নহে, সকলের রুচিও সমান নহে। মস্তকের সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির অবশ্যই কোন

যোগ বা সম্বন্ধ আছে, তন্নিমিত্তই মস্তকের গঠন দেখিয়া তদন্তর্গত মস্তিষ্কগুণের বা স্বভাবের অনুমান হইতে পারে, ইহা সামুদ্র-বিদ্যাব্যবসায়ীরা বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের পরীক্ষা বা বিশ্বাস অনুযায়ী লিখিত সিদ্ধান্ত এই যে, মনুষ্য অসংখ্য সুতরাং মস্তকের গঠনপ্রকারও অসংখ্য; কিন্তু সাধারণ পক্ষ বিবেচনা করিলে মাথার গঠন অষ্ট প্রকারের অধিক নহে। পরিমণ্ডল, ছত্রাকার, চিপীট, করোটি, ঘট, দ্বিমস্তক, নিম্ন ও বহুনিম্ন। প্রধান কল্পে এই (৮) আট শ্রেণীর মস্তক আছে এবং এই আট শ্রেণীর প্রত্যেক প্রকারের সংক্ষেপ ফলাফল এইরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

"পরিমণ্ডলৈর্গবাঢ্যাশ্ছত্রাকারৈঃ শিরোভিরবনীশাঃ।
চিপীটৈঃ পিতৃমাতৃঘ্নাঃ করোটিশিরসাং চিরান্মৃত্যুঃ।"

অর্থ এই যে, পরিমণ্ডল অর্থাৎ গোল। যাহাদের মস্তক গোল তাহারা গবাঢ্য অর্থাৎ পশুভাগ্যসম্পন্ন বা ধনী, এইরূপ অনুমান করা কর্ত্তব্য।

প্রাচীন কালে গো, মেষ, ছাগ, প্রভৃতি পশুবর্গই এ দেশের ধন ছিল, সুতরাং তৎকালের ধনীতে আর এ কালের ধনীতে কিছু প্রভেদ আছে। থাকিলেও হানি নাই; কেননা ফল সমান। সুতরাং উক্ত বচন অনুসারে আমরা বলিতে পারি, পরিমণ্ডল-মস্তক পুরুষেরা ধনী হয়। ধনী হয় এবং তাহাদের ধনোপার্জ্জন বুদ্ধি কিছু অধিক থাকে।

ছত্রাকার।—ছত্রাকার মস্তক কিরূপ? তাহা তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, যাঁহারা পুরাতন কালের ছত্র দেখি-

য়াছেন। এখন আর সে কালের ছাতা নাই, কি দেখাইয়া গঠনটী অনুভব করাইব? অগত্যা ভেক-ছত্র অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতা উল্লেখ করিয়া বুঝাতে হইতেছে। যাহাদের মস্তকের উপরটা ব্যাঙের ছাতার ন্যায় গঠনসম্পন্ন, অর্থাৎ ক্রমনিম্ন গোল ও থাক্‌বিশিষ্ট, তাহারা অবনীশ অর্থাৎ রাজা। তাদৃশ ব্যক্তি কি সত্য সত্যই রাজা? তাহা নহে। তাঁহারা রাজার ন্যায় সুখ সমৃদ্ধিশালী অথবা সুখী।

চিপীট—চিঁড়ে। যাহাদের মস্তক চিঁড়ের মত চ্যাপটা তাহারা পিতৃমাতৃঘ্ন, অর্থাৎ তাহারা নিষ্ঠুর ও পিতৃ-মাতৃ-বিদ্বেষী হয়। কোন প্রকার বল বা ক্ষমতা থাকিলে; চ্যাপটা মাথার লোকেরা নিশ্চিত হত্যাপ্রভৃতি নিষ্ঠুর কার্য্য করিবে, বল না থাকিলে অন্ততঃ তাহারা মনে মনে নিষ্ঠুরতার সঙ্কল্প করিবে, কার্য্যে কিছু করিতে না পারিয়া তাহারা গুমরে গুমরে মরিবে, তাহাদের অন্তর বিষাক্ত বা বিষদগ্ধের ন্যায় থাকিবে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

করোটি অর্থাৎ মাথার খুলি।—মাথাটী যদি জীবন্ত অবস্থাতেও খুলি খানির মত হয়, তাহা হইলে সে দীর্ঘায়ু হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তির রুচি আয়ুষ্কর কার্য্যের দিকেই প্রধাবিত থাকে। কিসে শরীর ভাল থাকে তাহা তাহারা বুঝে। অর্থাৎ তাহাদের শরীর সুস্থ রাখিবার চেষ্টাই অধিক।

"ঘটমূর্দ্ধা ধ্যানরুচির্দ্বিমস্তকঃ পাপকৃদ্ধনৈস্ত্যক্তঃ।
নিম্নন্তু শিরোমহতাং বহুনিম্নমনর্থদং ভবতি।"

একটা ঘট উপুড় করিয়া রাখিলে যেরূপ দেখা যায়, যাহাদের মস্তকের গঠন তদ্রূপ, তাহারা "ঘটমূর্দ্ধা"। এই ঘটমূর্দ্ধা ব্যক্তিরা চিন্তাশীল; ইহারা কোন না কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। যদি "ধ্বানরুচি" এমন পাঠ হয়, তবে তাহার অর্থ শব্দরুচি। তাহারা শব্দ শুনিতে ভাল বাসে; অথবা সঙ্গীত শুনিতে ভাল বাসে, এইরূপ ফল উল্লেখ করিবে।

দ্বিমস্তক।—কপাল ও মূর্দ্ধা যেন যোড়া, যেন দুই খানা আলাহিদা। অর্থাৎ কপালের উপরে ও শিখা-স্থানের নিম্নে একটী "থাক্" থাকিলে তাহাকে দ্বিমস্তক বলা যায়। এতদ্বিধ পুরুষ অর্থাৎ দ্বিমস্তকযুক্ত পুরুষ পাপকৃৎ অর্থাৎ পাপমতি ও অন্তঃকুটিল হইয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তিরা কোন কালেই বা কোন ক্রমেই ধনশালী হইতে পারে না, ইহা অব্যর্থ অনুমান।

নিম্ন।—মাথার উপরি ভাগটা যুবতীর স্তনতুল্য উচ্চ না হইলেই এই শাস্ত্রে তাহা নিম্নমস্তক বলিয়া গণ্য। ঢিপি না থাকিলেও সমোচ্চ সমতল ও সমগোল হইলেও তাদৃশ মস্তক নিম্নশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইবে। এরূপ নিম্নমস্তক, মহৎ ব্যক্তিদেরই হইয়া থাকে; সুতরাং নিম্নমস্তক পুরুষ দেখিলে তাহার অন্তরে অবশ্যই কোন মহদ্ভাব আছে, ইহা অনুমান করিবে এবং তাহাকে উন্নত চেতা বলিয়া স্বীকার করিবে।

বহুনিম্ন।—মস্তকের তালু উচ্চ, পশ্চাদ্ভাগও উচ্চ; মধ্যভাগ তাহার সমান নহে, নিম্ন অর্থাৎ কিছু "খাল"।

ঈদৃশ মস্তকের নাম "বহুনিম্ন।" মস্তক বহুনিম্ন লক্ষণাক্রান্ত হইলে অনেকবিধ অনর্থের অনুমান হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যাহাদের মস্তক বহুনিম্ন, তাহাদের বুদ্ধি অতীক্ষ্ণ ও অসৎ-এবং তাহারা সকল কার্য্যেই অনর্থ ঘটায়। অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তি নিতান্ত অসার, কোল্ হাবলা ও একগুঁয়ে, এইরূপ অনুমান করা কর্ত্তব্য।

চতুর্থ অংশ।

এক জন বিদেশীয় বহুদর্শী পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে, মনুষ্যের মুখই তাহাদের চরিত্রের সূচীপত্র A Face is an index of a man's character. আমাদের দেশীয় পণ্ডিতেরাও ঐ রূপ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারাও বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"নেত্রবক্ত্রবিকারাভ্যাং জ্ঞায়তেঽন্তর্গতং মনঃ।।"

চোক্ মুখ দেখিলেই লোকের অন্তর্গত মন জানা যায়; বিশেষতঃ মুখই তাহাদের অন্তশ্চরিত্রের জাজ্বল্যমান আদর্শ। নবাগত মনুষ্য সরল কি কুটিল তাহা তাহার মুখ দেখিলেই বুঝা যায়; পরন্তু তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

"আদর্শমিব বৃত্তস্য বক্ত্রং বৎসাবধারয়।"

সুব্রত-নামক ঋষি তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দিবার কালে বলিয়াছিলেন, বৎস! এই বদনমণ্ডলকেই মনুষ্যের আভ্য-ন্তরীণ বৃত্তের অর্থাৎ চরিত্রাদির আদর্শ বলিয়া অবধারণ করিবে। বস্তুতঃ পর-মনোবৃত্তি দেখিবার এরূপ উপযুক্ত

আদর্শ আর নাই। সারল্য কৌটিল্য সমস্তই এই মুখমণ্ডলে প্রকাশ পায়। চিরসঞ্চিত মনোভাব তাহার মুখফলকে লিখিত থাকে, বিচক্ষণতা সহকারে চক্ষুঃ পরিচালন করিতে পরিপারিলেই তাহা পড়িয়া লওয়া যাইতে পারে।

মুখ দেখিয়া পরচরিত্রানুমান করা যায়, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া দেশীয় পুরাতন পণ্ডিতেরা যাহা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এই চতুর্থ অংশে আমরা তাহা পরিব্যক্ত করিব। পূর্ব্ব অংশে মুখের গঠনপ্রণালী ও বিভাগানুযায়ী চরিত্রের অনুমান কথা বলিয়াছি, এ অংশে সর্ব্বসংঘাতরূপ মুখমণ্ডল অর্থাৎ মুখের দৃশ্য পরিপাটী অবলম্বন করিয়া মনোগত অভিপ্রায়াদির অনুমান উন্নয়ন করিব।

বক্ত্র বা মুখ।

মনুষ্য অসংখ্য, সুতরাং মুখ ও মুখের দৃশ্যপরিপাটীও অসংখ্য। তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই মুখগঠন ভিন্ন, কাহার সহিত কাহার ঐক্য বা একরূপতা নাই। সকলের মুখ সমান না হইলেও একরূপ না হইলেও সামুদ্র-বিদ্যার মতে সমবৃত্ত, সমবিপরীত, মহামুখ, স্ত্রীমুখ, মণ্ডল মুখ, দীর্ঘ-মুখ, ভীরু-মুখ, (ভেকমুখ বা ফেরু মুখ) চতুরস্র, নিম্ন, অতিহ্রস্ব ও সম্পূর্ণ,—এই এগার প্রকার মাত্র মুখ-শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট-করা হয়। এই সকল মুখের ফলাফল অর্থাৎ কিরূপ মুখ হইলে কিরূপ মনোবৃত্তি অনুমিত হয়, এ সমস্তই উক্তবিদ্যার দ্বারা অবগত হওয়া যায়। যথা --

"বক্ত্রং সৌম্যং সমবৃত্তং
অমলং শ্লক্ষ্ণং সুসম্যক্ ভূপানাম্।
বিপরীতং ক্লেশভুজাং
মহামুখং দুর্ভগানাঞ্চ॥
স্ত্রীমুখমনপত্যানাং
শাঠ্যবতাং মণ্ডলং পরিজ্ঞেয়ম্।
দীর্ঘং মুখং নিদ্রব্যাণাং
ভীরু মুখাঃ পাপকর্ম্মাণঃ॥
(ভেব মুখাঃ ফেরু মুখা বা পাঠঃ)।
চতুরস্রং ধূর্ত্তানাং
নিম্নং বক্ত্রং তনয়রহিতানাম্।
কৃপণানামতিহ্রস্বং
সম্পূর্ণন্তু ভোগিনাং কান্তম্॥"

অর্থ। ১ম, সমবৃত্ত। নির্ম্মল অর্থাৎ শিরাবর্জিত, শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ সুঠাম, সম অর্থাৎ নাদীর্ঘ, না হ্রস্ব, না গোল, এ রূপ প্রকারে সুগঠিত এবং মনোজ্ঞ, এতদ্রূপ গঠনের বা পরিপাটীর মুখ সমবৃত্ত-নামে পরিভাষিত। রাজার ও রাজ-পুরুষদিগেরই এ প্রকার সমবৃত্ত মুখ হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, লিখিতপ্রকার গঠনের মুখ দেখিলে তাহাকে ক্ষমতা-শালী ও ধনশালী বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।

২য়, সমবিপরীত। যাহারা ক্লেশভাগী, যাহদের ললাটে কেবল দুঃখভোগই লিখিত আছে, তাহাদের উল্লিখিত লক্ষণের বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, এক-

পেশে ও কুঠাম গঠনের মুখ দেখিলে বিবেচনা করিতে হইবে যে, এ ব্যক্তির অদৃষ্টে প্রচুর দুঃখ আছে।

৩য়, মহামুখ।—সামুদ্রবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, দুর্ভাগ্য-বান্ লোকের মুখ মহান্ হয়। যাহাদের মুখ ভারি, শরীর অপেক্ষা বড়, লম্বায় বড় কিম্বা চাওড়ায় বড়, অর্থাৎ গোদা-রকমের, দুর্ভাগ্য তাহাদিগকে নিশ্চিত আশ্রয় করিবেক। চুঁচড়ো ও লম্বা মুখকেও মহামুখ বলা যায় ; এ জন্য চুচড়ো মুখো বা ঘোড়া মুখো লোকেরাও সৌভাগ্যশালী হইতে পারে না।

৪র্থ, স্ত্রীমুখ।—যাহাদের মুখ স্ত্রীলোকের মুখের মত, তাহাদের অপত্য লাভ দুর্লভ। বস্তুতঃ মেয়েমুখো লোকেরা প্রায়শঃই অনপত্য হইয়া থাকে। দাড়ি গোঁপ জন্মে না, এরূপ মাকুন্দে মুখকে ইহাঁরা "স্ত্রীমুখ" সংজ্ঞা দেন না; গঠন বিশেষকেই ইহাঁরা "স্ত্রীমুখ" সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। স্ত্রী লোকের মুখ যে-ক্রমে গঠিত হয়, পুরুষের * মুখ সে-ক্রমে গঠিত হইলেই "স্ত্রীমুখ" বলিয়া গণ্য হইবে।

৫ম, মণ্ডল।—বঙ্গভাষায় যাহাকে "চাকলা মুখ" বলে,—সামুদ্রিক ভাষা তাহাকে "মণ্ডল-মুখ" বলেন। যাহারা ধূর্ত্তস্বভাব, তাহাদেরই মুখ প্রায়ঃকল্পে মণ্ডলাকার হইয়া থাকে। বস্তুতঃ চাকলামুখো বা চ্যাপ্টা মুখো মানুষ-কে প্রায়ই শঠ হইতে দেখা যায়।

* যখন বার বার পুরুষের উল্লেখ করিতেছি তখন পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিবেন যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে স্বতন্ত্র লক্ষণ বলিব।

৬ষ্ঠ, দীর্ঘ-মুখ। —যাহারা নির্দ্রব্য অর্থাৎ নিতান্ত দরিদ্র হইবে, বিধাতা তাহাদেরই মুখ লম্বা বা ছুচ্‌কো করিয়া গঠন করেন। লম্বা গঠন অনেক প্রকারে নিষ্পন্ন হয়। নীচুবাগে লম্বা, সমুখ বাগে লম্বা ও তির্য্যক্‌ ভাবে লম্বা, এই তিন প্রকারই দূষ্য। বস্তুতঃ ছুঁচ্‌্লোমুখো বা দীর্ঘল মুখো মনুষ্যের মধ্যে অধিকাংশকেই দরিদ্র হইতে দেখা যায়।

৭ম, ভীরু-মুখ। দেখিতে ভীত ব্যক্তির মুখের ন্যায়, অথবা যে মুখ দেখিলে সাধু লোকের মনে ভয় সঞ্চার হয়, তাদৃশ মুখ পাপাত্মাদিগেরই হইয়া থাকে। তদ্রূপ মুখ দেখিলে অবশ্যই তাহাকে পাপরত বলিয়া অবধারণ করিবে। ভেক মুখ অর্থাৎ ব্যাঙ্গের ন্যায় থাব্‌ড়া মুখ কি শিয়ালের ন্যায় খটমটে মুখ দেখিলে তাহাকেও পাপপ্রকৃতি বলিয়া অনুমান করিবে।

৮ম, চতুরস্র। —যাহারা ধূর্ত্ত, তাহাদের মুখ চতুরস্র হয়। চতুরস্র আর চাক্‌লা তুল্য কথা। পূর্ব্বোক্ত চাক্‌লামুখ আর আর এ চাক্‌লামুখ উভয়ের মধ্যে অত্যল্প প্রভেদ আছে। এ চাক্‌লা চতুষ্কোণ চাক্‌লা বা চ্যাপ্‌টা। বস্তুতঃ কোণবিশিষ্ট চাক্‌লা মুখো লোক ও চ্যাপ্‌টা মুখো মানুষ প্রায়ই ধূর্ত্ত।

৯ম, নিম্ন। নিম্ন অর্থাৎ খোদোল। খোদোলমুখো লোক প্রায়শঃই অনপত্য। হয় সন্তান হয় না, না হয় পুত্র হয় কিম্বা তাহাদের সন্তান হইয়া মরিয়া যায়।

১০ম, অতিহ্রস্ব। —দেহ অপেক্ষা, * মস্তকের স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা, যাহাদের মুখ ক্ষুদ্র, তাহারা হ্রস্বমুখ। হ্রস্বমুখো বা ক্ষুদ্রমুখো (ঠিবলীমুখো) লোকেরা অধিকাংশই কৃপণ, এইরূপ অনুমান করা কর্ত্তব্য।

১১শ, সম্পূর্ণ। -কোন স্থানে নিম্নতা নাই, খোদোল নাই, অথচ দেখিতে সুন্দর সুঠাম, এরূপ মুখ প্রায় ভোগ-রত মনুষ্যেরই হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার মুখ দেখিলে অবশ্যই বলা যাইতে পারে, সে ব্যক্তি ভোগী অর্থাৎ সুখী হইবে।

হাস্য ও রোদন।

মুখ বলা হইল। মুখে যে-সকল আন্তরিক বিক্রিয়া প্রকাশ পায় এক্ষণে সেইগুলি বলিতে হইবে। হাস্য, রোদন, দৃষ্টি, কটাক্ষ, ভ্রূবিক্ষেপ প্রভৃতি অনেক প্রকার মুখবিক্রিয়া আছে। সে সকলের মধ্য হইতে আমরা প্রথমতঃ হাস্য ও রোদন নামক বিক্রিয়াদ্বয়কে ব্যক্তিবিশেষের আন্তরিক ভাব বোধগম্য করিবার জন্য উপদেশ করিব।

হাস্যের ও রোদনের সহিত অন্তরের অতি নৈকট্য সম্বন্ধ আছে। অন্তরের ভাব অনুসারেই হাস্যের তারতম্য ঘটে; অন্তরের ভাব অনুসারেই রোদনের প্রকার ভেদ হয়। প্রকৃত অবস্থা হইতেই এই দুইটী বিক্রিয়া উদ্ভূত হইতেছে; এজন্য হাস্যের ভঙ্গী ও রোদনের ভঙ্গী এক এক জনের এক এক

* প্রত্যেক অঙ্গের এক একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। সেই পরিমাণের ন্যূন হইলে ক্ষুদ্র, আর অধিক হইলে বৃহৎ।

প্রকার স্বভাবভুক্ত হইয়া গিয়াছে। সকলের মনে সমান ভাবে সুখ দুঃখ উদিত হয় না; তজ্জন্যই সকলের হাঁসি কান্না সমান আকারে প্রকাশ পায় না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, সামুদ্রবিৎ পণ্ডিতেরা হাঁসি-কান্নাকেও চরিত্রানুমাপক চিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ও পরীক্ষা অনুযায়ী প্রামাণিক ফল,— যাহা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—তাহা এইঃ—

"রুদিতমদীনমনশ্রু স্নিগ্ধঞ্চ শুভাবহং মনুষ্যাণাম্।
রুক্ষং দীনং প্রচুরাশ্রু চৈব ন শুভপ্রদং পুংসাম্"।

যাহাদের রোদনকালে অত্যল্প মাত্রায় অশ্রু বিসর্জিত হয়, চক্ষুতে দীনতা লক্ষ্য হয় না, দেখিতে স্নিগ্ধ অর্থাৎ স্নেহ যুক্তের ন্যায়, তাহাদের সে রোদন শুভ; অর্থাৎ এরূপ ভাবে রোদমান পুরুষেরা অতি ধীরান্তঃকরণের লোক। আর যাহাদের রোদনে প্রচুরতর অশ্রু বিসর্জিত হয়, নেত্র দৈন্য অবলম্বন করে, এবং রুক্ষ দৃশ্য হইয়া দাড়ায়, তাহাদের সে রোদন শুভপ্রদ নহে। অর্থাৎ তাহারা ক্ষুদ্রচেতা বা লঘুচিত্ত শ্রেণীর লোক। নির্ব্বোধ ও সরল লোকেরাই ঐরূপে রোদন করিয়া থাকে।

"হসিতং শুভদমকম্পং সনিমীলিতলোচনঞ্চ পাপস্য।
দুষ্টস্য হসিতমসকৃৎ সোন্মাদস্যাসকৃৎ প্রান্তে।"

অকম্পহাস্য শুভপ্রদ এবং যাঁহারা নিমীলিত লোচনে (চোক বুজিয়ে) হাসেন তাঁহারা নিশ্চিত পাপী; অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয় দুরভিসন্ধিতে পরিপূর্ণ। যাহারা বার বার হাসে,

সর্ব্বদাই হাসে ; তাহারা হৃষ্ট স্বভাবের লোক। সন্তোষ তাহাদেরই দাস। যদিও পাগলেরা সদা সর্ব্বদা হাসে তথাপি তাহাদের অর্থাৎ পাগলের হাসিতে ও হৃষ্টস্বভাবদিগের হাসিতে একটু প্রভেদ আছে। "সোন্মাদস্যাসকৃৎ প্রান্তে" উন্মাদের সার্ব্বকালিক হাস্য প্রান্তে, ওষ্ঠ প্রান্তে, অর্থাৎ সে হাসি ফাঁকা হাসি, সন্তুষ্টস্বভাবের হাঁসি সেরূপ নহে; তাঁহাদের হাঁসি ফাঁকা হাঁসি নহে।

দৃষ্টি বা চাউনি দেখিলেও লোকের অন্তঃকরণ বৃত্তি জানা যায়। অন্তঃস্বভাবের সহিত দৃষ্টির বা চাউনির বিশেষ সংযোগ থাকা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। চক্ষুর আকার বা গঠন প্রণালী যে চরিত্রের অনুমাপক, তাহা বর্ণন করা হইয়াছে। এ অংশে কেবল দৃষ্টি বা চাউনির বর্ণনাই করিব। চাউনীর ধরণ দেখিয়াও মনোবৃত্তি জানা যায়; ইহা সামুদ্রবিদ্যাভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, —

"চক্ষুর্জন্যমনোবৃত্তিশ্চিদ্যজ্জা রূপভাসিকা।
দৃষ্টিরিত্যুচ্যতে তজ্জ্ঞৈঃ সৈব লিঙ্গং তদাত্মনঃ ॥"

ইহার অর্থ এই যে, মনুষ্যের অন্তঃকরণ অর্থাৎ অন্তঃকরণস্থ প্রবৃত্তি সকল চিৎপ্রতিবিম্বিত হইয়া সর্ব্বক্ষণেই নেত্রপথে বহিরাগত হইতেছে। ভিতরের ভাব চাক্ষুষ জ্যোতির সহিত বা চাক্ষুষ আলোকের সহিত নেত্রপথে বহিরাগত হয়, সুতরাং তাহার মুখমণ্ডলে বিবিধ অভিপ্রায় ব্যঞ্জক বিকার প্রাদুর্ভূত হয়। সেই সকল বিকার যিনি চিনিতে পারেন বা বুঝিতে পারেন, তিনিই লোকের দৃষ্টি বা চাউনি দেখিয়া, সে কি চরি-

ত্রের লোক তাহা বলিয়া দিতে পারেন। দৃষ্টি, চাউনী বা নেত্রবিকার বহুবিধ হইলেও সামুদ্রবিদ্যার পরীক্ষা অনুসারে তাহা সর্ব্বসমেত ৬ ছয় প্রকার বলিয়া গ্রাহ্য। যথা—

স্থূল-দৃষ্টি, (১) দীন-দৃষ্টি, (২) স্নিগ্ধ-দৃষ্টি, (৩) অনিমেষ-দৃষ্টি, (৪) সনিমেষ-দৃষ্টি, (৫) ও কুঞ্চিত-দৃষ্টি (৬)। এই সকল দৃষ্টির দ্বারা যাহা যাহা অনুমান করা যায়—তাহা যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

১ম, স্থূলদৃষ্টি।—পরিষ্কার গাঢ় দৃষ্টিকে স্থূলদৃষ্টি বলে। কোন বস্তু দেখিবার সময় ভ্রূ-ত্বক্ কুঞ্চিত হয় না, নেত্রচ্ছদ বিক্ষিপ্ত হয় না, সংযোগ মাত্রেই যেন দেখা শেষ হইয়াছে, এবং নিমেষপাত না হইতেই যেন দৃষ্টি দৃশ্যবস্তুর অন্তর ভেদ করিয়া আসিয়াছে; এরূপ সরল দৃষ্টিকে "পরিষ্কার গাঢ়" ও "স্থূলদৃষ্টি" বলা যাইতে পারে। "মন্ত্রিত্বং স্থূলদৃশাং" এই পরিষ্কার ও প্রগাঢ় দৃষ্টি পুরুষের মন্ত্রিত্বশক্তি আছে, ইহা অবশ্যই অনুমান করা যাইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, এতাদৃশ পুরুষের প্রবল মন্ত্রণাশক্তি বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে।

২য়, দীনদৃষ্টি।—দীনদৃষ্টি কি? তাহা সকলেই অনুভব করিতে সমর্থ। দীনদৃষ্টি দরিদ্রতার চিহ্ন। রুক্ষ, ফ্যাকাশে, তেজোহীন দৃষ্টিই দীনদৃষ্টি বলিয়া গণ্য।

৩, ৪, অনিমেষ দৃষ্টি ও স্নিগ্ধ-দৃষ্টি সহজবোধ্য। বিপুল ভোগশালী ব্যক্তিদেরই দৃষ্টি স্নিগ্ধতাদি প্রাপ্ত হয়। "স্নিগ্ধা বিপুলার্থভোগবতাম্" ইত্যাদি সামুদ্রিক শাস্ত্রের বাক্যগুলি উদ্ধৃত না করিলেও ক্ষতি নাই। সরস ও সতেজ দৃষ্টিই স্নিগ্ধ

দৃষ্টি নামে বিখ্যাত। সরল ও অল্প নিমেষ থাকিলেই তাহা অনিমেষ বলিয়া গ্রাহ্য এরূপ দৃষ্টিযুক্ত লোক অর্থভোগের একান্ত অধিকারী।

৫ম, সনিমেষদৃষ্টি। —সনিমেষ দৃষ্টি কাহাকে বলে, তহা আমরা ঠিক্ অবগত নহি। বোধ হয় মিট্‌মিটে চাউনিকেই সামুদ্রিকেরা সনিমেষ দৃষ্টি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিট্‌মিটে দৃষ্টিতে ঘন ঘন পলক পড়ে, সুতরাং তাহা সনিমেষ। এই সনিমেষ দৃষ্টির লোকেরা প্রায়ই ধূর্ত্ত, শঠ বা কুটিল হইয়া থাকে। যথা—

ধূর্ত্তাঃ সনিমেষদৃষ্টয়ঃ
সাভিপ্রায়াঃস্যুঃ কুঞ্চিতদৃষ্টয়ঃ।"

সনিমেষ দৃষ্টি স্বভাবের লোকেরা প্রায়ই ধূর্ত্ত হয় অর্থাৎ তাহাদের মন কিছুতেই সরল হয় না।

৬ষ্ঠ, কুঞ্চিতদৃষ্টি। কুঞ্চিতদৃষ্টি পুরুষেরা সরল না হইতে পারে, হইতেও পারে, পরন্তু তাহাদের অন্তরে কোন না কোন অভিসন্ধি জাগরূক থাকিবেই থাকিবে।

কুঞ্চিতদৃষ্টি কিরূপ? তাহা ঠিক্ বুঝা যায় না। বোধ-করি, যাঁহারা শ্রোতার মুখপানে চেয়ে কথা কন না, চক্ষু অন্য-দিকে বাঁকাইয়া বাক্যালাপ করেন, অথবা যেন ঘোরতর চক্ষু-লজ্জা, এরূপভাবে আলাপ করেন, কিংবা অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার কালে চক্ষু ছোট হইয়া যায়, কি চক্ষুতে চক্ষুঃ সংযোগ হইলে কুঁচড়ে আইসে, এরূপ কোন দৃষ্টির নাম কুঞ্চিত দৃষ্টি। এই কুঞ্চিত দৃষ্টির লোকেরা বিনা অভিপ্রায়ে,

বিনা অভিসন্ধিতে কাহারও সঙ্গে কোন কথা কহেন না, সুতরাং ইহাঁরা "সাভিপ্রায়াঃ*।" অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি প্রায়ই অভিপ্রায়যুক্ত থাকে।

এস্থলে একটী গল্প কথা মনে হইল। আমরা কিম্বদন্তী-ক্রমে শুনিয়াছি যে, ইয়ুরোপে যখন সামুদ্র-বিদ্যার (যাহাকে ইংরাজী ভাষায় ফিজিয়গনমী বিদ্যা বলে) বহুতর বিশ্বস্ত দাস উৎপন্ন হইয়াছিল, মহাত্মা সক্রেটীস্ যখন সে দেশ উজ্জ্বল করিয়া ছিলেন, তখন, সক্রেটীসের এক দল শিষ্য, পরস্পর মিলিত হইয়া পরামর্শ করিল যে, "চল, আমরা সামুদ্রবিদ্যার সভ্য সভায় যাই; আমাদের গুরুকে লইয়া যাইব, দেখিব,

---

* আমরা যে দুরূহ সামুদ্রবিদ্যা অনুবাদ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি, ইহা আমাদের পক্ষে অন্যায় কার্য্য। কেন-না আমরা এ বিদ্যা গুরুর নিকট শিক্ষা করি নাই। এরূপ বিষয় শিখিতে হয়, না শিখিলে কোন ক্রমেই এরূপ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না। এই যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অবয়ব ভঙ্গী, ইহাতে যে নানাবিধ ভাব উঠিতেছে ও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এ সকল না চিনিতে পারিলে সামুদ্রিক শাস্ত্রের উপর সত্য মিথ্যা কোন পক্ষই স্থাপন করা যায় না। তবে যে আমরা লিখিতেছি, এ কেবল দেখাইবার জন্যই লিখিতেছি। এরূপ শাস্ত্র আমাদের ছিল, কেবল ইহাই দেখান আমাদের উদ্দেশ্য। ইহা অবলম্বন করিয়া যদি কেহ এবিদ্যায় পরিশ্রম করেন, ক্রমে উত্তমরূপ পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার এই অত্যল্পশ্রম সফল হইবে, শাস্ত্রটীর পুনরান্দোলন হউক ইহাও আমার অনন্তর উদ্দেশ্য। বোধ হয় অনুশীলন করিলে এই বিদ্যা পুনর্ব্বার এ দেশে প্রচলিত হইতে পারিবে।

তাহারা আমাদের এই গুরু সক্রেটীসকে কি বলে, কি চরিত্রের লোক বলে।"

পরামর্শান্তে তাহারা পরামর্শের অনুরূপ কার্য্যই করিল। সক্রেটীস শিষ্যমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া সামুদ্রবিদ্যার আলোচনা সভায় উপনীত হইলেন। সভ্যেরা তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে এক জন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, "এই সক্রেটিসের মনে অনেক পাপ আছে। ইনি কামুক, ইনি পরনিন্দাপ্রিয়, ইনি লুব্ধস্বভাব, এবং ঘোরতর অভিমানী।"

শুনিয়া সক্রেটীসের শিষ্যেরা হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল, বলিল, সক্রেটীসের মনে পাপ? তোমাদের সর্ব্বৈব মিথ্যা, সমস্তই ভণ্ডামি।"

এই সময়ে সক্রেটীস অতি গভীরভাবে ও অতিধীরতার সহিত শিষ্যদিগকে আহ্বান করিলেন। বলিলেন, শিষ্যগণ! "তোমরা উপহাস কর কেন? ইহারা একটুও মিথ্যা বলে নাই, সমস্তই সত্য বলিয়াছে। যাহা যাহা বলিয়াছে সমুদায়ই সত্য। তৎপ্রতি কারণ এই যে, আমার মনে উল্লিখিত প্রবৃত্তি প্রায় সমস্তই উদিত হয়; পরন্তু আমি তাহা জ্ঞানবলে ও অভ্যাসবলে দমন করিয়া থাকি। ফল, সামুদ্রবিদ্যা যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার একটীও মিথ্যা নহে, কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা সাবধানে লোকব্যাহার নিষ্পন্ন করেন বলিয়া, জ্ঞান ও অভ্যাস দ্বারা আপন আপন দুষ্প্রবৃত্তি দমন করেন বলিয়া, লোক সকল তাঁহাদের কুচরিত্রের কার্য্য বা উদাহরণ দেখিতে পায় না।

পঞ্চম অংশ।

এই অংশে মিশ্র কথা সংকলিত হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশে যেমন গঠন অনুযায়ী অনুমান কথা বলা হইয়াছে, এ অংশে সেরূপ নির্দ্দিষ্ট কথা বলা হইবে না। বাহ্য ইঙ্গিত, কার্য্যচেষ্টা ও লৌকিক ব্যবহারের তারতম্য, এই সকল তথ্য অবলম্বন করিয়া যাহা অনুমিত হইতে পারে, এ অংশে কেবল সেই গুলির উল্লেখ করা হইবে। সামুদ্রবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্যের আকার, ইঙ্গিত ও কার্য্যচেষ্টা দেখিয়া তাহাদের অন্তর্গত চরিত্র জানা যায়।

"আকারশ্ছাদ্যমানোঽপি ন শক্যোঽসৌ নিগুহিতুম্।
বলাদ্ধি বিবৃণোত্যেষোভাবমন্তর্গতং নৃণাম্॥"

শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করুক, আর অলঙ্কারে সুভূষিত করুক, কিছুতেই তাহার আকার ইঙ্গিত অবিদিত থাকিবে না। আকার ইঙ্গিত ও কার্য্যচেষ্টা গোপন করিবার চেষ্টা করিলে নিশ্চিত তাহা ব্যর্থ হইবে, বুদ্ধিমানের নিকট অপ্রকাশ থাকিবে না। ঈশ্বরের এমন সৃষ্টিই না এমন ইচ্ছাই না-যে, লোকে ইচ্ছা করিয়া স্বচরিত্র গোপন করিতে পারিবে। তাঁহার সৃষ্টিকৌশল এমন অদ্ভুত যে, লোকে শত চেষ্টা করিয়াও আকার ইঙ্গিত গোপন রাখিতে পারে না, অভিজ্ঞ লোক তাহা বুঝিয়া লয়। অভিজ্ঞ লোক কি কৌশলে বা কি সূত্র (চিহ্ন) অবলম্বন করিয়া পর-চরিত্র বুঝিতে পারেন, তাহা শুনুন।

দেখান, যাঁহারা গ্রীবা বক্র করিয়া (ঘাড় বাঁকাইয়া) নম্রতা দেখান, যাঁহারা কথায় কথায় পদধূলি গ্রহণ করেন, আর আপনার বিবেচনাধিক্য দেখান, তাঁহারা ভাল লোক নহেন। এ সকল লোককে ভাল বলিয়া নিশ্চয় করিতে নাই। এই পাঁচ ব্যক্তি পরস্পর পরস্পরের ভাই; এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। ইহাঁরা বড়ই বিষম ও ইহাঁদিগকে পারা ভার' অনেক সরলান্তঃকরণের লোক এই সকল বক-ধার্ম্মিক লোকের মায়ায় মোহিত হইয়া অনেক সময়ে ঠকিয়া থাকেন। উল্লিখিত সংস্কৃত শ্লোকটীই "অতিভক্তি চোরের লক্ষণ" এই ভাষা শ্লোকের মূল।

"কৃষ্ণকায়োদ্বিজোমন্দো বৃষলঃ শ্বেতবর্ণকঃ।"

কৃষ্ণকায় ব্রাহ্মণ আর কটা রঙের শূদ্র, কোনকালে ভাল নহে। সেই জন্যই লোকে বলে; কাল বামুন কটা শূদ্র, যার পর নাই অতি ক্ষুদ্দুর।" বস্তুতঃ কাল বামুন গুলোর প্রবৃত্তি অত্যন্ত নীচ এবং কটা শূদ্র গুলোর মন বড়ই ক্রূর। [কাল শব্দের অর্থ বিশ্রী কাল এবং শ্বেত শব্দের অর্থ ফ্যাঁকাশে শাদা অর্থাৎ কটা। কাল রঙে ও কটা রঙে যদি উচিত সৌন্দর্য্য থাকে, তবে এ অনুমান খাটিবে না।]

"স্থূলৌষ্ঠে চক্রবর্ণে চ প্রায়োমোঢ্যং কুনাসকে॥"

অর্থ এই যে, ঠোঁট্‌মোটা লোক, চাকলা কাণ লোক, নাক লম্বা লোক, প্রায়ই মূঢ় অর্থাৎ কুবুদ্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। পরন্তু আমরা দেখিয়াছি, তিন চারি পুরু ঠোঁট মোটা লোক সকল মোটাবুদ্ধি এবং চাকলা কাণ বা হাতিকেণো লোক

কিছু কোল্ হাব্‌লা অর্থাৎ হাব্‌লা হারামজাদা হয়। কু-নাসা শব্দের অর্থ অনেক প্রকার; তন্মধ্যে যাহাদের নাক খাড়া লম্বা কিংবা যাহারা ভোঁদানেকো, তাহারা মিট্‌মিটে বদ্‌মায়েশ। গাঁজা, গুলি, মদ, ভাঙ, বেশ্যা, তাহাদের প্রিয়বস্তু।

"যস্য ধর্ম্মধ্বজো নিত্যং শক্রধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ।
প্রচ্ছন্নানি চ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্‌ব্রতম্॥"

যে ব্যক্তি স্বাড়ম্বরে ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ করে, যখন তখন ধর্ম্মের ভান করে, নিশ্চিত তাহার অন্তরে পাপ লুক্কায়িত আছে। সংসারী অথচ গেরুয়াবস্ত্র পরিধান করে, অর্থলোভী অথচ ব্রহ্মচর্য্য দেখায়, স্নান পূজা করিল না অথচ দীর্ঘ ফোঁটা ধারণ করিল, এ রূপ লোক নিশ্চিত প্রচ্ছন্ন পাপী অর্থাৎ ইহারা গোপনে সমুদয় কুকার্য্যই করিয়া থাকে; প্রকাশ্যে ধর্ম্মভাব দেখায়। এরূপ লোককে ভাষা কথায় "বিড়াল তপস্বী" বলে।

"প্রিয়ং বক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্।
ব্যক্তাপরাধচেষ্টশ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ॥"

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, যাহারা সম্মুখে প্রিয় কথা বলে, প্রলোভন দেখায়, তোষামোদ করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার বিপরীত আচরণ করে, এরূপ লোক অত্যন্ত শঠ এবং যাহাদের অপরাধ ও চেষ্টা অর্থাৎ দুরভিসন্ধি শীঘ্রই ব্যক্ত হয়, কার্য্যে পরীণত হয়; তাহারা যৎপরোনাস্তি ধূর্ত্ত।

"অর্ব্বাক্‌দৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতিরুদাহৃতঃ॥"

যাহাদের দৃষ্টি নীচুবাগে, আড়ে আড়ে ও মাটীপানে যেন লজ্জায় ও বিনয়ে পরিপূর্ণ, তাহারা বড় সোজা লোক নহে। যাহারা নৈকৃতিক অর্থাৎ ছল ভাল বাসে, তাহারাও ভাল লোক নহে। যাহারা কথায় বিনয় দেখায়, অথচ কার্য্যে কিছুই করে না; তাহারা দুর্দ্ধর্ষ শঠ। এই সকল লোক স্বার্থ সাধন করিতে অত্যন্ত পটু। ভাষা কথায় এরূপ লোককে 'বকধার্ম্মিক' বলিয়া উল্লেখ করা যায়। মিথ্যাবিনয়ী ও অধো-দৃষ্টি 'বক-ধার্ম্মিক' লোকেরা স্বার্থসিদ্ধি করিতে বড়ই তৎপর। সরলহৃদয় রাম একটী বকের অধোদৃষ্টি ও সাবধান-গমন বা ধীর-গমন দেখিয়া সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন;—

"শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদং প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥"

বক যে মাছ ধরিবার জন্য অধোমুখ হইয়া আস্তে আস্তে পা ফেলিতেছিল, সরলাত্মা রাম তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিলেন, বক বুঝি প্রাণি হিংসা ভয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলিতেছে! বস্তুতঃ বকধার্ম্মিক লোক এরূপ মায়াকুহক বিস্তার করিতে জানে যে, সে মায়া বুঝিতে পারে এরূপ লোক অতি অল্পই আছে।

"চকরে চুতার্ লম্বে পেট্,
কভু না ভেঁই সদ্গুরুসে ভেট্।"

যাহাদের নিতম্ব দেশ অতি ক্ষুদ্র অথচ পেট্ লম্বা; এরূপ লোক দেখিলে অনুমান করিতে হইবে যে, তাহার সহিত

কস্মিন্‌কালেও সদ্‌গুরুর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না ও হয় নাই। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত আকারের লোকেরা প্রায়ই অকর্ম্মণ্য ও নির্ব্বোধ হইয়া থাকে।

"হাঁসী ঔর্‌ খোসী আঁখ্‌ ঔর জান্‌,
দেখ্‌ দেখ্‌ কর্‌ উতারো ভাই সংসার কি তুফান্‌।"

যদি কেহ সংসার তুফান কাটাইতে চাহেন তবে সংসারী লোকের হাঁস্য, প্রফুল্লতা, খুসী অর্থাৎ আহ্লাদ, তাহাদের চাউনি, তাহাদের হৃদয়, অর্থাৎ চাল্‌চল্‌তি ও বুদ্ধিবৃত্তি, এ সমস্ত ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবেন। যদি না করেন, তবে ভাই তুফান হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না, ক্রমেই মগ্ন হইবেন। ফলতঃ আজ কাল্‌ সংসারিক তুফান কাটান ভার হইয়াছে। লোকচরিত্র এত কষ্টকর হইয়াছে যে তাহা এক-মুখে বর্ণন করা যায় না। কিসে লোককে ঠকান যায়, কিসে ফাঁকি দেওয়া যায়, টাকা লওয়া যায়, এই রূপ চেষ্টা ও এ রূপ ইচ্ছা আজ্‌কাল অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং এই কালটী যথার্থতঃই তুফানের কাল। এ তুফান কাটান সহজ ব্যাপার নহ। জীর্ণ শীর্ণ পুরাণ সামুদ্রবিদ্যার দ্বারা যে এ তুফান কাটান যায়, এরূপ বিবেচনা হয় না। আশা করাও যায় না।

"লম্বহনুঃকোটরাক্ষো বৃত্তাক্ষো বা নরোযদি।
স ভবেন্নিষ্ঠুরঃ কৃষ্ণোযস্য দীর্ঘা কৃকাটিকা।"

চোয়াল লম্বা, কোটর চোকো ও কুঁজ চোকো (গোল ও ক্ষুদ্র) মানুষ প্রায়ই দয়াশূন্য হইতে দেখা যায়। যাহার কৃকা-টিকা অর্থাৎ ঘাঁড়ের পৃষ্ঠস্থান লম্বা অথবা চওড়া, সে ব্যক্তিও

ভাল লোক নহে। সামুদ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, ষাড়়গুক লোকেরা প্রায়ই আত্মম্ভরি ও পরহিংসুক হইয়া থাকে।

"কাণা খোঁড়া কুঁজো,
তিন না হয় উজো॥"

এক চোক্ কাণা, কিংবা একচোক্ ট্যারা, এরূপ লোক "উজো" অর্থাৎ সোজা বা সরল স্বভাব নহে।

কুঁজো ও অল্পখোঁড়া, অর্থাৎ যাহাদের এক পা কিছু ছোট, ভেঙচে হাঁটে, তাহারাও সোজা বা সরল লোক নহে।

"তেতুল না হয় মিষ্টি
নেড়ে না হয় ইষ্টি।"

তিন্তিড়ী ফল বা তেতুল যেমন মিষ্টাস্বাদযুক্ত হয় না, তদ্রূপ, নেড়ে অর্থাৎ মুশলমান লোক কোন কালেই ইষ্ট অর্থাৎ সদ্ব্যবহারযোগ্য হয় না। বস্তুতঃ পাতি নেড়ের অধিকাংশ দুর্জ্জন।

"কদাচিদ্দন্তুরোদুঃখী কদাচিদ্দন্তুরঃ সুখী।"

কোন কোন দাঁত উঁচু লোক দুঃখী কোন কোন দাঁত উঁচু লোক সুখী। এই দুই বিরুদ্ধ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যাহাদের সমুখের দাঁত অল্প উচ্চ তাহারাই সুখী আর যাহাদের দাঁত নিতান্ত বড় ও অসমান উঁচু তাহারা নিশ্চিত দুঃখ ভাগী।

"ক্ষুদ্রদন্ দীর্ঘজীবী স্থাল্লম্বদন্ দুঃখভাগ্ভবেৎ।"

যাহাদের ছোট দাঁত তাহারা কিছু অধিককাল বাঁচে

যাহাদের দাঁত লম্বা তাহারা দুঃখভোগ করিবেই করিবে। ধন ও অন্যান্য সুখোপকরণ থাকিলেও তাহারা অন্ততঃ নিজের মনের দোষে দুঃখানুভব করিবে।

"নিদ্রাজৃম্ভঃ পায়ুদোষী বিবৃতাস্যস্তথৈব চ।
নরো ন জায়তে শুদ্ধঃ কর্কশশ্রীর্হয়াননঃ ॥"

নিদ্রাকালে যাহার মুখবিবর দিয়া বায়ু বহির্গত হয়, যে ব্যক্তি লোক সমক্ষে মরুৎক্রিয়া করিতে লজ্জিত হয় না বা অধিক পরিমাণে অপান বায়ু বিসর্জ্জন করে, যে ব্যক্তি বিবৃ-তাস্য অর্থাৎ মুখ বুঁজিয়া থাকিতে পারে না, প্রায় সকল সময়েই কাকচঞ্চুর ন্যায় ওষ্ঠ ফাঁক করিয়া রাখে, যে ব্যক্তির শ্রী অর্থাৎ শরীরের মৃজা বা গাত্রজ্যোতিঃ রুক্ষ, যাহার মুখ ঘোড়ার ন্যায় লম্বা, নিশ্চিত সে অশুদ্ধ অর্থাৎ তাদৃশ লোক নিশ্চিত অভব্য এবং তাহাদের হৃদয়ে কোন প্রকার উন্নতভাব নাই, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। এরূপ লোক সরল স্বভাব হইলেও হইতে পারে; পরন্তু তাহারা পণ্ডিতোচিত বুদ্ধিমান্ হইতে পারে না।

ষষ্ঠ অংশ।

এ অংশে কেবল স্ত্রী-চরিত্র অনুমান করিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইবে। অন্য কোন উপদেশ বা শিক্ষা প্রদত্ত হইবেক না। এক জন বিচক্ষণ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"শস্ত্রেণ বেণীবিনিগূহিতেন
বিদূরথং স্বা মহিষী জঘান।
বিষপ্রদিগ্ধেন চ নূপুরেণ
দেবী বিরক্তা কিল কাশিরাজম্ ॥

এবং বিরক্তা জনয়ন্তি দোষান্
প্রাণচ্ছিদোঽন্যৈরনুকীর্ত্তিতৈঃ কিম্।
রক্তা বিরক্তা পুরুষৈরতোঽর্থাৎ
পরীক্ষিতব্যাঃ প্রমদাঃ প্রযত্নাৎ॥"

পূর্ব্বে বিদূরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষী কুচরিত্রা, রাজা তাহা জানিতেন না। ঐ কুচরিত্রা রমণী নিজ কবরী মধ্যে এক প্রকার অস্ত্র লুক্কায়িত করিয়া রাখিত। তদ্দ্বারা সে রাজাকে এরূপ কৌশলে বিনাশ করিয়াছিল যে, রাজা কিসে মরিলেন তাহা কেহ বোধগম্য করিতে পারে নাই। কাশিরাজ নামক অন্য এক রাজা ছিলেন, তাঁহারও মহিষী ধৃষ্টস্বভাবা ছিল। ইনিও রাজাকে বিষলিপ্ত নূপুরের দ্বারা যমভবনে পাঠাইয়াছিলেন। এই রূপ, শত শত লোক ধৃষ্টা রমণীর দ্বারা পরলোকগত হইয়াছেন। বিবশা রমণী না করিতে পারে এমন অকার্য্যই নাই। অতএব, স্ত্রী-পরীক্ষা করা অথবা স্ত্রী-চরিত্র বুঝিবার চেষ্টা করা পুরুষের পক্ষে অতীব কর্ত্তব্য। যে পুরুষ স্ত্রী-লোকের গুপ্ত-চরিত্র বুঝিতে পারেন সেই পুরুষই যথার্থ বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্। যিনি তাহা না পারেন তিনি মুর্খ ও বিপদের আধার। কোন্ রমণীর কি রূপ প্রকৃতি, কি রূপ লক্ষণ দেখিয়া স্ত্রীপরিগ্রহ করা উচিত, কিরূপ লক্ষণ থাকিলে রমণী বিশ্বাসযোগ্যা হয়, এবং কিরূপ লক্ষণ থাকিলে রমণী কুচরিত্রা হয়, এ সকল তত্ত্ব বা এ সকল রহস্য জানা না থাকা বড়ই বিপদ বা বিপদের কারণ।

যদিও আমাদের সামুদ্র বিদ্যা এই সকল তত্ত্বের বিশেষরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তথাপি, পুংচরিত্র অপেক্ষা স্ত্রী-চরিত্র অতীব দুর্ব্বোধ্য। এক জন কবি বলিয়া গিয়াছেন যে,—

"স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

স্ত্রীলোকের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য, এই দুই বিষয় দেবতারাও জানিতে পারেন না, মনুষ্যের ত কথাই নাই। বস্তুত স্ত্রী-চরিত্র পুং-চরিত্র অপেক্ষা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। দুর্ব্বোধ্য হই-লেও সামুদ্রবিদ্যা জানা থাকিলে অবশ্যই তদ্দ্বারা অনেকটা সুবিধা হয় এবং ব্যবহারকালে অনেকটা সাবধান হওয়া যায়।

এই সংসারপ্রবাহ যত দিন থাকিবে তত দিনই পুরুষ স্ত্রীর সহিত এবং স্ত্রী পুরুষের সহিত মিলিত হইবে ও ব্যবহার করিবে। এতন্মধ্যে যিনি যে পরিমাণ পর-চরিত্র বুঝিতে সক্ষম হন তিনি সেই পরিমাণে সাবধান ও নিরাপদ থাকিতে পারেন। যিনি আদৌ পরচরিত্র বুঝিতে পারেন না তিনি পদে পদে ঠকেন আর যন্ত্রণা অনুভব করেন। এ জন্য, পর-চরিত্র বুঝিবার ক্ষমতা জন্মান প্রত্যেক নরনারীর কর্ত্তব্য, ইহা সকল শাস্ত্রেই উপদিষ্ট হইয়াছে। অনেক শিক্ষা, অনেক পরীক্ষা ও অনেক দর্শন ব্যতীত পর-চরিত্র অনুমানে ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় না। কতক ঠেকিয়া শিখিতে হয়, কতক বা দেখিয়া শিখিতে হয়, কতক শাস্ত্রের নিকট উপদেশ লইয়া শিখিতে হয়। পর-চরিত্র শিখিবার বা বুঝিবার প্রধান অবলম্বন

সামুদ্র বিদ্যা। যিনি এই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন, কোনকালেই তিনি কি স্ত্রী কি পুরুষ কাহার নিকট ঠকেন না, সুতরাং ক্লেশও পান না। সামুদ্রবিদ্যার প্রধান উপদেশ এই যে, লোকের মুখচ্ছবি, অঙ্গপ্রতঙ্গের গঠন ও দৃশ্য আকার প্রকার দেখিলে, যে যে-চরিত্রের লোক হউক, চিনিতে পারা যায়, বুঝিতে পারা যায়, কিছুই গোপন থাকে না। তাহার কারণ এই যে, "প্রায়ঃ শরীরাকারানুবর্ত্তিনোহি গুণাশ্চ দোষাশ্চ ভবন্তি।" পুরুষের গুণ, অথবা দোষ, সমস্তই তাহাদের শরীরের গঠন ও প্রকটিত-ভাবভঙ্গী এই দুই-য়ের অনুরূপই হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্দ্বারা তাহাদের অন্তর্গত গুণ, দোষ ও স্বভাবাদি বুঝিতে পারা যায়।

শরীরের গঠনক্রম সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে সে সকল কথা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইবে। এ সম্বন্ধে মোটা কথা এই যে, পুরুষের গঠন এক প্রকার, কিন্তু স্ত্রীর গঠন অন্য প্রকার। পুরুষের ভাবভঙ্গী এক প্রকার, কিন্তু স্ত্রীলোকের ভাবভঙ্গী অন্য প্রকার। এ জন্য, পূর্ব্বোক্ত পুংচরিত্রানুমাপক লক্ষণ সকল স্ত্রীচরিত্রে সমন্বয় প্রাপ্ত হয় না। কাযে কাযেই স্ত্রীচরিত্র বুঝিবার জন্য পৃথক প্রকরণ ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

স্ত্রীচরিত্র অসংখ্যবিধ। অসংখ্য হইলেও তন্মধ্য হইতে আমরা প্রথমতঃ গুটিকতক প্রধান গুণ ও প্রধান দোষ উল্লেখ করিব। অনন্তর যথাসাধ্য তাহার বিস্তৃতি বা শাখানুশাখাদি বর্ণন করিব।

"স্ত্রীণাং গুণা যৌবন রূপবেষ-
দাক্ষিণ্যবিজ্ঞানবিলাসপূর্ব্বাঃ।
স্ত্রীরত্নসংজ্ঞা চ গুণান্বিতাসু
স্ত্রীব্যাধয়োঽন্যাশ্চতুরস্য পুংসঃ।"

যথোচিত যৌবনধর্ম্ম, রূপের স্ফূর্ত্তি, যোগ্য বেষভূষা, দাক্ষিণ্য অর্থাৎ অনুকূলতা, বিজ্ঞান অর্থাৎ ফলাভিজ্ঞতা, বিলাস অর্থাৎ হাবভাব, স্ত্রীলোকদিগের এই সমুদায় বাহিক গুণ এবং ইহার অনুরূপ আন্তরগুণও আছে। (পরে ব্যক্ত হইবে) স্ত্রী গুণান্বিতা হইলে তাহাকে "স্ত্রীরত্ন" নাম দেওয়া যায়, কিন্তু দোষান্বিতা হইলে "স্ত্রীরত্ন" সংজ্ঞার পরিবর্ত্তে অর্থাৎ স্ত্রীরত্ন না বলিয়া "স্ত্রীব্যাধি" বলাই চতুর বা রসিক পুরুষের অভীষ্ট।

কোন স্ত্রী দেখিলে সে গুণান্বিতা কি দোষান্বিতা তাহা অনুমান করা কর্ত্তব্য। যে সকল লক্ষণে দোষানুমান হয়, প্রথমতঃ আমরা সেই সকল লক্ষণ যথাক্রমে ব্যক্ত করিব। সামুদ্রবিৎ বরাহ মিহির বলিতেছেন,—

"ইতীদমুক্তং শুভমঙ্গনানা-
মতোবিপর্য্যস্তমনিষ্টমুক্তম্।
বিশেষতোঽনিষ্টফলানি যানি
সমাসতস্তানুনুকীর্ত্তয়ামি॥"

অঙ্গনাদিগের যাহা শুভলক্ষণ, তাহা প্রায় বলা হইল। (আমরা তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে বলিব) যে সকল তাহার বিপরীত

অর্থাৎ যাহা তাহাদের অশুভচিহ্ন তাহাও সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। যাহা তাহাদের বিশেষ অশুভ লক্ষণ, সে সকল লক্ষণের ফল অনিষ্ট ভিন্ন অল্পমাত্রও ইষ্ট নহে। এক্ষণে সেই সকল চিহ্ন বা সেই সকল লক্ষণ বলিব, শ্রবণ করুন।

"কনিষ্ঠিকা বা তদনন্তরা বা
মহীং ন যস্যাঃ স্পৃশতী স্ত্রিয়াঃ স্যাৎ।
গতাথবাঙ্গুষ্ঠমতীত্য যস্যাঃ
প্রদেশিনী সা কুলটাতিপাপা॥"

যে রমণীর কনিষ্ঠা অঙ্গুলী (ক'ড়ে আঙ্গুল) কিংবা তাহার পরবর্ত্তী অঙ্গুলী হাঁটিবার সময় মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, এবং যাহার প্রদেশিনী অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির পরবর্ত্তী অঙ্গুলী বৃদ্ধাঙ্গুলী অতিক্রম করিয়াছে, অর্থাৎ যাহার পায়ের তর্জ্জনী বৃদ্ধাঙ্গুলী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় কিম্বা তাহার সমান, সে রমণী নিশ্চিত কুলটা ও পাপমতি। যদিও সে লজ্জা, ভয়, স্থানাভাব প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কারন বশতঃ প্রকাশ্যে কুলটা না হইয়া থাকে, তথাপি তাহার মন কুলটা-মনের তুল্য এবং তাহার মতি পাপে পরিপূর্ণ, এরূপ অনুমান করা কর্ত্তব্য। দুষ্টলোক অল্পচেষ্টা করিলেই উক্ত লক্ষণাক্রান্ত রমণীকে সহজেই কুলভ্রষ্ট করিতে পারে।

"উদ্বদ্ধাভ্যাং পিণ্ডিকাভ্যাং শিরালে
শুষ্কে জঙ্ঘে রোমশে চাতিমাংসে।
বামাবর্ত্তং নিম্নমল্পঞ্চ গুহ্যম্
কুম্ভাকারঞ্চোদরং দুঃখিতানাম্॥

হাঁটুর নীচে মাংসপিণ্ডময় স্থানকে পিণ্ডিকা বলে। যে রমণীর পিণ্ডিকা উদ্বদ্ধ অর্থাৎ উঁচু ঢিপীর ন্যায়, যেন একটী ঢিল বসান আছে বলিয়া বোধ হয়, যাহার জঙ্ঘা শুক্নো ও রোমে পরিপূর্ণ, কিংবা যাহার জঙ্ঘা অত্যন্ত মাংসল অর্থাৎ বড় মোটা ও রোমশ, যাহার গুহ্য প্রদেশ বাঁ দিকে বাঁকা এবং নিম্ন (নেও) অথচ অল্প বা অপ্রশস্ত এবং যাহার উদর কুম্ভের ন্যায়, নিশ্চিত তাহারা দুঃখিনী। বস্তুতঃ কুম্ভোদরী রমণীর কোনকালে সুখ হয় না। স্ত্রীলোকেরা নানা কারণে দুঃখিনী হয় পরন্তু উক্ত লক্ষণাক্রান্ত রমণীরা যে কোন্ কারণে দুঃখিনী হইবে, তাহার কোন নির্ণয় নাই। ফল, যে কারণে বা যে উপলক্ষ্যে হউক, নিশ্চিত তাহারা দুঃখ ভোগ করিবে।

"হ্রস্বয়াতিনিঃস্বতা দীর্ঘয়া কুলক্ষয়ঃ।
গ্রীবয়া পৃথুলয়া যোষিতঃ প্রচণ্ডতা॥"

স্ত্রীলোকের গ্রীবা (ঘাড়) যদি হ্রস্ব হয়, অসঙ্গত খাট হয়, তবে সে নিশ্চিত নিঃস্ব হইবে। কোন কালেই সে টাকা পাইবে না, পাইলেও সে তাহা ভোগ করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ ঘাড় খাট স্ত্রীগুলো প্রায়ই দুর্ভগা হইয়া থাকে। যেমন ঘাড় খাট হওয়া দোষ, তেমনি ঘাড় লম্বা হওয়াও স্ত্রীলোকের পক্ষে দোষ। যে রমণীর ঘাড় বা গলা অত্যন্ত দীর্ঘ (যাহাকে মরালগ্রীবা বলে সেরূপ গ্রীবা দুষ্য নহে), অর্থাৎ খাড়া লম্বা, তাহারা সুভগা ও সুখভাগিনী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু

কুলরক্ষা করিতে পারে না। নিশ্চিত তাঁহাদের কুলবিনাশ হইবে। কুলবিনাশ কথাটীর অর্থ কোন্ দিক্ লক্ষ্য করিতেছে তাহা আমরা বিনা পরীক্ষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। হয় তিনি কুলকলঙ্কিনী, না হয় তিনি পুত্রঘাতিনী, এই দুএর এক অর্থ খাটিবেই খাটিবে। এতভিন্ন, যে নারীর গ্রীবা পৃথু, মাংসল, আগা গোড়া সমান মোটা অথচ উঁচু বা লম্বা, সে নারী প্রচণ্ড-স্বভাবা, চণ্ডী, কোপনা, অথবা দুর্দমনীয়া, ইহা পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত।

"নেত্রে যস্যাঃ কেকরে পিঙ্গলে বা
সা দুঃশীলা শ্যাবলোলেক্ষণা চ।
কূপৌ যস্যাঃ গণ্ডয়োশ্চ স্মিতেসু
নিঃসন্দিগ্ধং বন্ধকীং তাং বদন্তি ॥"

যাহার দুই চক্ষুই নিম্নোন্নত অর্থাৎ ট্যারা, যাহার দুই চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ (এদেশের পক্ষে), কিংবা শ্যাববর্ণ (কৃষ্ণপীত মিশ্র রঙ) অথচ চঞ্চল, অর্থাৎ যাহার চক্ষু ঘন ঘন বিবর্ত্তিত হয়, হাঁসিবার সময় যাহার গণ্ডদ্বয়ে কূপ অর্থাৎ গর্ত্ত উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ টেবো দুইটী খোদোল হইয়া যায়, ঈদৃশ রমণী দেখিলে তাহাকে তোমরা নিঃসন্দেহচিত্তে ও অসঙ্কোচমনে বন্ধকী অর্থাৎ বেশ্যা বলিয়া অবধারন করিবে। যদিও সে কোন গতিকে বা কোন কারণ বশতঃ প্রকাশ্যবেশ্যা না হইয়া থাকে, তথাপি তাহার মনে মনে বেশ্যা হইবার সাধ আছে, বহু পুরুষভোগ করিবার ইচ্ছা আছে, ইহা অনুমান করিবে।

"অতিরোমচয়ান্বিতোত্তরোষ্ঠী
ন শুভা ভর্ত্তুরতীব যা চ দীর্ঘা ॥"

যে সকল নারীর উপরের ঠোঁটে রোম (গোঁপ) থাকে; সে সকল রমণী স্বামিহিতকারিণী হয় না। যাহারা স্বামী অপেক্ষা লম্বা তাহারাও ভাল নহে অর্থাৎ তাহারা অসুখ-ভাগিনী হইবে, পতিকেও কষ্ট প্রদান করিবে।

"স্তনৌ সরোমৌ মলিনোল্বণৌ চ
ক্লেশং দধাতে বিষমৌ চ কর্ণৌ।
স্থূলাঃ করালা বিষমাশ্চ দন্তাঃ
ক্লেশায় চৌর্য্যায় চ কৃষ্ণমাংসাঃ ॥"

অনেক স্ত্রীলোকের স্তনে লোম থাকে। অনেক রমণীর স্তনের অর্দ্ধেকটা কাল অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ। এই দুই লক্ষণ অশুভের অনুমাপক অর্থাৎ তদ্রূপ নারী প্রায়ই ক্লেশভাগিনী হইয়া থাকে। কোন কোন নারীর কাণ অসমান অর্থাৎ উচ্চ নীচ কিংবা একটা ছোট একটা বড়। এরূপ অসমান কর্ণ রমণীরাও দুর্ভাগ্যবতী হয়। স্ত্রীলোকের দন্তপঙক্তি সমান না হওয়াও অশুভের বোধক। যাহাদের দাঁত স্থূল অর্থাৎ মোটা ও বড়, লম্বা ও উচ্চ, কিংবা চিরুণের মত যাহাদের দন্ত পাঁতি বিষম অর্থাৎ সমান সাজান নহে, তাহারাও ক্লেশভাগিনী। বস্তুতঃ কুদন্তা রমণী মাত্রেই দুর্ভগা। কোন কোন নারীর দন্তমাংস কাল, তদ্রূপ রমণী প্রায়ই চোর। স্পষ্ট চোর না হউক, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি চৌর্য্যের দিকেই আসক্ত থাকে, পরদ্রব্যে লোলুপ থাকে।

"ক্রব্যাদরূপৈর্ব্বককাককঙ্ক
সরীসৃপোলূক সমানচিহ্নৈঃ।
শুষ্কৈঃ শিরালৈর্ব্বিষমৈশ্চ হস্তৈঃ
ভবন্তি নার্য্যঃ সুখবিত্তহীনাঃ॥"

যে সকল রমণীর হাত সুগোল নহে, চ্যাপ্টা কিম্বা তেশিরে, কিম্বা কোন মাংসাশী পশুর হস্তের ন্যায়, অথবা মাংস শূন্য, রূক্ষ ও শিরাপরিব্যাপ্ত, তাহারা সুখ ও ধন পায় না। যাহাদের হাত অসমান অর্থাৎ ছোটবড়, তাহারা ধন হীনা ও সুখহীনা হয়। যদিও তাহারা কোন উপলক্ষে ধন প্রাপ্ত হয় তথাপি তাহা তাহাদের ভোগে আইসে না। লোকে ভাষা কথায় বলিয়া থাকে যে, "স্ত্রীর ভাগ্যে ধন আর পুরুষের ভাগ্যে জন।" বস্তুতঃ সুলক্ষণা রমণীর সঙ্গে থাকিলে নির্ধন পুরুষেরও ধনাগম হইয়া থাকে।

"যাতূত্তরোষ্ঠেন সমুন্নতেন
রূক্ষাগ্রকেশী কলহপ্রিয়া সা।
প্রায়োবিরূপাসু ভবন্তি দোষা
যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি॥"

রমণীর উপরের ওষ্ঠ অর্থাৎ ঠোঁট লম্বা হওয়া ভাল নহে, উঁচু হওয়াও কুলক্ষণ এবং মোটা হওয়াও অশুভের চিহ্ন। এইরূপ নারী প্রায়ই কলহপ্রিয়া হয় অর্থাৎ ঝগড়া ভাল বাসে। যাহাদের চুলের আগা কটা ও রূক্ষ, তাহারাও কলহ প্রিয়া হয়। ফল কথা এই যে, বিরূপ রূপের রমণী মাত্রেই

দোষান্বিতা। বিরূপে দোষ থাকিবেই থাকিবে এবং সুরূপে গুণ থাকিবেই থাকিবে।

এই রূপ এই রূপ দুর্লক্ষণ দেখিলে তৎসঙ্গে কোনরূপ নিত্যপ্রসঙ্গ বা প্রগাঢ় ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, এই জাতির আনুরক্তি ও বৈরক্তি পরীক্ষা করা বিধেয়। আনুরক্তি ও বৈরক্তি পরীক্ষা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়া হয় না। তাহা কেবল কার্য্যচেষ্টা ও ব্যবহারকালের ভাব ভঙ্গী এই দুইয়ের দ্বারাই জানা যায়, অন্য উপায়ে তাহা জানা যায় না। যে স্ত্রী অনুরক্তা হয় তাহার কার্য্য ও চেষ্টা প্রায়ই নিম্ন লিখিত প্রকার হইয়া থাকে।

মনোমধ্যে কামকৃত স্নেহ জন্মিলে তাহা তাহাদের বাহ্যিক ভাব দ্বারা জানা যায়। স্বামীর প্রতি কিম্বা প্রণয়ীর প্রতি কামকৃত স্নেহ জন্মিলে তাহারা সময় পাইলেই নিজ নিজ নাভি, হস্ত, স্তন ও অলঙ্কার প্রদর্শন করে। বস্ত্র পরিধান যেমন তেমনি আছে, কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই, তথাপি পুনঃ পুনঃ বস্ত্র আঁটিয়া পরিতে চেষ্টা করে। চুল বাঁধা থাকিলেও তাহা খুলিয়া দেয়। ভ্রূ কুঞ্চন করে, চক্ষু চঞ্চল করে এবং আড়ে আড়ে চায়। কখন কখন সশব্দ নিষ্ঠীবন অর্থাৎ সজোরে থু থু ফেলিতে থাকে। সামান্য উপলক্ষে অধিক হাস্য করে, বা সশব্দ হাস্য করে। শয়ানা থাকিলে শয্যা ছাড়িয়া উঠে, উপবিষ্টা থাকিলে আসন ছাড়িয়া দাঁড়ায়। গাত্রাস্ফোট অর্থাৎ আড়ামোড়া ভাঙ্গে, হাঁই তোলে, এবং সময়ে সময়ে সুলভ ও যৎসামান্য দ্রব্য (যাহা কোন কার্য্যের নহে এরূপ তুচ্ছ দ্রব্য)

যাচ্ঞা করে। সে সময় যদি কোন শিশু নিকটে থাকে, তবে তাহাকে কোলে করে; আলিঙ্গন ও চুম্বন করে। যদি কোন সখী থাকে, তবে তাহারই দিকে মুখ রাখিয়া কথা কয়, প্রত্যুত্তরও করে। ঘাড় নত করিয়া নীচু বাগে দৃষ্টি রাখে, গুণবর্ণন শুনিলে হাঁসে ও কাণ চুল্‌কায়।

"ইমাঞ্চ বিদ্যাদনুরক্ত চেষ্টাং
প্রিয়াণি বক্তি স্বধনং দদাতি।
বিলোক্য সংহৃষ্যতি বীতরোষা
প্রমার্ষ্টি দোষান্ গুণকীর্ত্তনেন ॥"
"তন্মিত্রপূজা তদরিদ্বিষত্বং
কৃতস্মৃতিঃ প্রোষিতদৌর্ম্মনস্থম্।
স্তনৌষ্ঠদানান্যুপগূহনঞ্চ
স্বেদোঽথ চুম্বা প্রথমাভিযোগঃ ॥"

এই সকল চেষ্টা ও বাহ্যিক ভাব দেখিলে নিশ্চিত তাহাকে অনুরক্ত বলিয়া অনুমান করিবে। প্রণয়ী পুরুষ যাহা শুনিলে সন্তুষ্ট হয়, অনুরক্ত নারী তাহাকে তাহাই বলে, তদ্রূপ কথাই বলে। কোন কালেই সে অপ্রিয় কথা বলিবে না। ধন থাকে-ত ধন দিবে, না থাকিলে অন্ততঃ সামান্য দ্রব্য দিয়া। সন্তুষ্ট করিবে, দেখিলে হৃষ্টা হইবে। অন্যের সহিত কলহ করিয়া ক্রুদ্ধ আছে, এমন সময় যদি প্রণয়ীপুরুষ তথায় যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার ক্রোধ বিদূরিত হয়। যদি কেহ তাহার সমক্ষে তদীয় প্রণয়ীর দোষ কীর্ত্তন করে, তবে তৎ-

ক্ষণাৎ সে তাহার প্রত্যুত্তর দেয় এবং তাহার গুণ দেখাইয়া দিয়া দোষগুলিকে ঢাকিবার চেষ্টা করে।

যে যাহার প্রতি অনুরক্তা হয়, সে তাহার মিত্রকেও সম্মান করে, পূজা করে। যে যাহার প্রতি অনুরক্তা থাকে, সে তাহার শত্রুকে বিদ্বেষ করে ও নিন্দা করে। প্রণয়ী যখন যে কার্য্য করুক, অথবা করিতে বলুক, অনুরক্তা তাহা মনে রাখিবেই রাখিবে। প্রণয়ী যখন প্রবাস গমন করে, অনুরক্তা তখন অন্যমনস্কা থাকে। উদ্বিগ্নাও হয়। এতদ্ভিন্ন, আরও লক্ষণালক্ষণ আছে, সে সমস্ত ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে দেখিতে পাইবেন।

এ-ত গেল অনুরক্তচেষ্টা। বিরক্তার চেষ্টা কিরূপ এস্থলে তাহাও সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।

"বিরক্তচেষ্টা ভৃকুটীমুখত্বম্
পরাঙ্মুখত্বং কৃতবিস্মৃতিশ্চ।
অসম্ভ্রমো দুষ্পরিতোষতা চ
তদ্দ্বিষ্টমৈত্রী পরুষঞ্চ বাক্যম্॥
স্পৃষ্ট্বাঽথবালোক্য ধুনোতি গাত্রং
করোতি গর্ব্বং ন রুণদ্ধি যান্তম্।
চুম্বাবিরামে বদনং প্রমার্ষ্টি
পশ্চাৎ সমুত্তিষ্ঠতি পূর্ব্বসুপ্তা॥"

একত্রিত হইলে যদি (রমণীর) মুখ ভারি দেখ, অপ্রফুল্ল দেখ, কোনরূপ বিকটভাব দেখ, তবেই জানিবে যে, সে

তোমার অনুরক্তা নহে, বিরক্তা। বিরক্তা রমণীরা প্রায়ই পরাঙ্মুখ থাকিবার চেষ্টা করে। পিছু ফিরে বসা ও পার্শ্ব ফিরে শোয়া, এই দুইটীই বিরক্তার লক্ষণ। কোন কার্য্য আদেশ করিয়া দেখিবে, সে তাহা ভুলিয়া যায় কি মনে রাখে। যদি দেখ, তোমার প্রণয়িনী তোমার আদিষ্ট কার্য্য করে নাই, ভুলিয়া গিয়াছে, তবে নিশ্চিত জানিবে, সে তোমার অনুরক্তা নহে। যদি দেখ, তোমার প্রণয়িনী তোমাকে সম্ভ্রম করে না, তোমার কার্য্যে ত্বরা করে না, ব্যগ্রা হয় না, তবে জানিবে, সে তোমার প্রতি বিরক্তা, অনুরক্তা নহে। এতদ্ভিন্ন, বিরক্তার আর একটী প্রধান লক্ষণ আছে। সেটী দুষ্পরিতোষ অর্থাৎ তাহাকে তুমি যতই উত্তম উত্তম দ্রব্য দিবে কিছুতেই সে হৃষ্ট বা পরিতুষ্ট হইবে না। যে তোমার শত্রু, সে তাহারই সহিত বন্ধুতা করিবে, বা করিতে ইচ্ছুক হইবে। তুমি যাহা ভাল বাস না, সে তাহাই ভাল বাসিবে বা ভাল বাসিতে ইচ্ছুক হইবে। তুমি যতই মিষ্ট কথা বলিবে, কিছুতেই সে তাহাতে ভিজিবে না, বরং তাহার কর্কশ প্রত্যুত্তর করিবে, তোমায় দেখিলে সে সরিয়া বসিবে। তুমি যদি ক্রোধ করিয়া চলিয়া যাও, তথাপি তোমায় সে বাধা দিবে না, বরং গর্ব্ব করিবে। বিরক্তা কি অনুরক্তা তাহা সঙ্গমকালে বুঝা যায়, উত্তমরূপ বুঝা যায়। চুম্বন করিলে বিরক্তা নারী বস্ত্রের দ্বারা মুখ মার্জন করে, আলিঙ্গনকালে বেগবতী হয় না। বিরক্তা নারী পতি-শয়নের অগ্রে শয়ন করে এবং পতি উঠিয়া গেলে পর উঠে। বিরক্তা ও অনুরক্তা বুঝিবার এইরূপ আরও উপায়

আছে; পরন্তু সে সকল কথা আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে অধিক পরিমাণে বর্ণন করিব।

"সমবৃত্তপুটা নাসা লঘুচ্ছিদ্রা শুভাবহা।
স্থূলাগ্রা মধ্যনম্রা চ ন প্রশস্তা সমুন্নতা॥"

যাহাদের নাসাপুট সমান সুগোল, অর্থাৎ নাকের পাতা দুইটি ঠিক সমান ও সুঠাম, তাহারা ভাল। স্ত্রীলোকের নাসাছিদ্র অপ্রশস্ত অর্থাৎ অল্প হইলে তাহা শুভ লক্ষণ মধ্যে গণ্য। তাদৃশী সুনাসিকা রমণীর ভাগ্যে নিশ্চিত লক্ষ্মী-ভাগ্য আছে, ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। যে সকল নারীর নাসার অগ্রভাগ স্থূল অর্থাৎ মোটা, মাঝখান টা নম্র অর্থাৎ বাঁকা কিম্বা নেঁও, তাহারা বড় শুভলক্ষণা নহে। ঈদৃশী নারী সতী ও সচ্চরিত্রা হইলেও সাংসারিক সৌভাগ্যের বিঘ্নকারিণী হইয়া থাকেন।

"উন্নতাক্ষী ন দীর্ঘায়ুর্বৃত্তাক্ষী কুলটা ভবেৎ।
মেষাক্ষী মহিষাক্ষী চ কেকরাক্ষী ন শোভনা॥"

যাঁহাদের চক্ষু উন্নত অর্থাৎ ভাসানো, তাঁহারা কিছু সরলা হন, পরন্তু তাঁহারা অধিক কাল বাঁচেন না। বস্তুতঃ ভাসা চক্ষু নারী প্রায়ই অল্পবয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অথবা উন্নত শব্দের অন্য এক অর্থ গ্রহণ করুন। উন্নত অক্ষ অর্থাৎ উপর চোকো। উপর চোকো কিংবা ঢেলা চোকো নারী অদীর্ঘায়ু হয়, ইহা অনুমান করা কর্ত্তব্য।

এতদ্ভিন্ন, যাহারা বৃত্তাক্ষী অর্থাৎ যাঁহাদের চক্ষু একবারে গোল, চক্রের ন্যায় গোল, তাঁহারা কুলটাস্বভাবের লোক। বস্তুতঃ গোলাক্ষী রমণীর মধ্যে অধিকাংশই কুলকলঙ্কিনী। ইহা ছাড়া, যাঁহাদের চক্ষুর গঠন মেষ চক্ষুর ন্যায়, কিংবা যাহাদের চক্ষুর রঙ ঘোলা, তাঁহারও বড় শুভদায়িনী নহেন। তাঁহারা দুঃশীলা, ইহা নিশ্চিত কথা।

"যস্যা গমনমাত্রেণ ভূমৌ কম্পঃ প্রজায়তে।
বহ্বাশিনীং প্রলোভাঞ্চ তাং নারীং পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

যে নারী চলিয়া গেলে মাটী কাঁপে, চলিবার সময় যাহার পদশব্দ শুনা যায়, সে নারীর নিকটেও যাইতে নাই। যে নারী বহু ভোজন করে, যাহার লোভ কিছুতেই উপশমিত হয় না, সুন্দরী হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

আস্তে আস্তে গমন করে, নিঃসাড়ে চলিয়া যায়, গমন-কালে অল্পমাত্রও পদশব্দ হয় না, এরূপ রমণী ভাল বটে পরন্তু যদি অন্যান্য সুলক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবেই ভাল। অন্য লক্ষণ ভাল থাকিলেই ভাল, নচেৎ তিনিও এক জন, ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কি কি লক্ষণ ভাল, তাহা আমরা বিস্তার পূর্ব্বক দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণন করিব।

কেবল দোষের কথাই বলা হইতেছে, দেখিয়া শুনিয়া, কিংবা পড়িয়া, হয়ত অনেকেই ক্রোধ করিবেন। করিলে কি হইবে, স্ত্রী পুরুষ, উভয় জাতির অধিকাংশই দোষান্বিতা। গুণভাগ অল্প, দোষভাগই অধিক। কাযে কাযেই সামুদ্র বিদ্যা দোষভাগ অধিক করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। যাহাই

হউক, এ খণ্ডে অন্ততঃ কিছু গুণ বর্ণনা করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। কিরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকিলে, কিরূপ গঠন হইলে, কি প্রকার ভাব ভঙ্গী ও কি প্রকার চা'ল চলতি থাকিলে রমণীদিগের গুণসত্তা অনুমিত হইতে পারে, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, অনুধাবন করিয়া দেখিবেন, কথা গুলি সত্য কি মিথ্যা।

অস্বেদনৌ মৃদুতলৌ চরণৌ প্রশস্তৌ
জঙ্ঘে চ রোমরহিতে বিশিরে সুবৃত্তে।
জানুদ্বয়ং সমমনুল্বণসন্ধিদেশম্।
উরূ ঘনৌ করিকরপ্রতিমাবরোমা
বশ্বত্থপত্রসদৃশং বিপুলঞ্চ গুহ্যম্।
শ্রোণীললাটমুরু কূর্ম্মসমুন্নতঞ্চ
গূঢ়ো মণিশ্চ বিপুলাং শ্রিয়মাদধাতি॥"

যে রমণীর পদতল প্রশস্ত ও কোমল, যাহার পদতলে ও হস্ততলে ঘর্ম্ম হয় না, অথচ অনুষ্ণাশীত স্পর্শ সর্ব্বকালেই বিদ্যমান থাকে, যাহার জঙ্ঘাদ্বয় রোমবর্জ্জিত অথবা সূক্ষ্মতম অল্পরোম বিশিষ্ট, যাহার জঙ্ঘাদ্বয় সুগোল ও শিরাশূন্য এবং যাহার উভয় জানুই সমান, ছোটবড় কিংবা উচ্চনীচ নহে, প্রত্যেক অঙ্গসন্ধি সমান ও অনুল্বণ অর্থাৎ ঢস্ ঢসে চিপী ও খোদল নহে, এরূপ গঠনের নারী সৌভাগ্য [illegible]। এতদ্ভিন্ন, যাঁহাদের উরুদ্বয় ঘন অর্থাৎ নিবিড় [illegible] অথচ উপযুক্ত কঠিন), করিশুণ্ডের ন্যায় নিবিড়, অথচ [illegible]বর্জ্জিত, যাহার গুহ্যাঙ্গগঠন অশ্বত্থপত্রাকার ও সুপ্রশস্ত,

যাঁহার শ্রোণী অর্থাৎ পশ্চান্নিতম্ব, ললাটফলক ও বক্ষঃ, এই তিন স্থান কূর্ম্মপৃষ্ঠতুল্য সমুন্নত, যাহার মণি (* * *) নিগূঢ় অর্থাৎ সুনিবিড়, সে রমণী সমধিক লক্ষ্মীভাগ্যবতী, ইহা অনুমান করিবে। এরূপ রমণীরা কদাচ দুঃশীলা বা দুশ্চরিত্রা হয় না, ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত। যদি কোন দৈববিড়ম্বনা বশতঃ ইহারা কুলচ্যুতা হয়, তথাপি, সে অবস্থা মধ্যেও তাহারা [illegible] রমণীর গুণ প্রতিপালন করিয়া থাকে।

"মধ্যং স্ত্রিয়াস্ত্রিবলিনামরোমশশ্চ
বৃত্তৌ ঘনাববিষমৌ কঠিনাবুরস্যৌ।
রোমাপবর্জ্জিতমুরো মৃদু চাঙ্গনানাম
গ্রীবা চ কম্বুনিচিতার্থসুখানি ধত্তে॥

বন্ধুজীবকুসুমোপমোঽধরো
মাংসলো রুচিরবিম্বরূপভৃৎ।
কুন্দকুড্মল সন্নিভাঃ সমা দ্বিজাঃ
যোষিতাং পতিসুখামিতার্থদাঃ॥"

যে স্ত্রীর মধ্যদেশ ভঙ্গীযুক্ত ও বলিসমন্বিত, যাহার স্তনদ্বয় সুগোল, নাতি উচ্চ ও দুইটীই সমান, (ছোট বড় নহে এবং রোমরহিত অথচ কঠোর ও গাঢ়, যে রমণীর বক্ষঃ প্রদেশে রোম নাই, যাহার গ্রীবাদেশ শঙ্খগ্রীবার তুল্য রেখান্বিত ও দেখিতে সুন্দর, সে রমণী পতির সুখ ও অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, এতদ্রূপ সুলক্ষণা নারী হইতে পুরুষের সুখ, স্বাস্থ্য ও লক্ষ্মী ভাগ্য হইয়া থাকে।